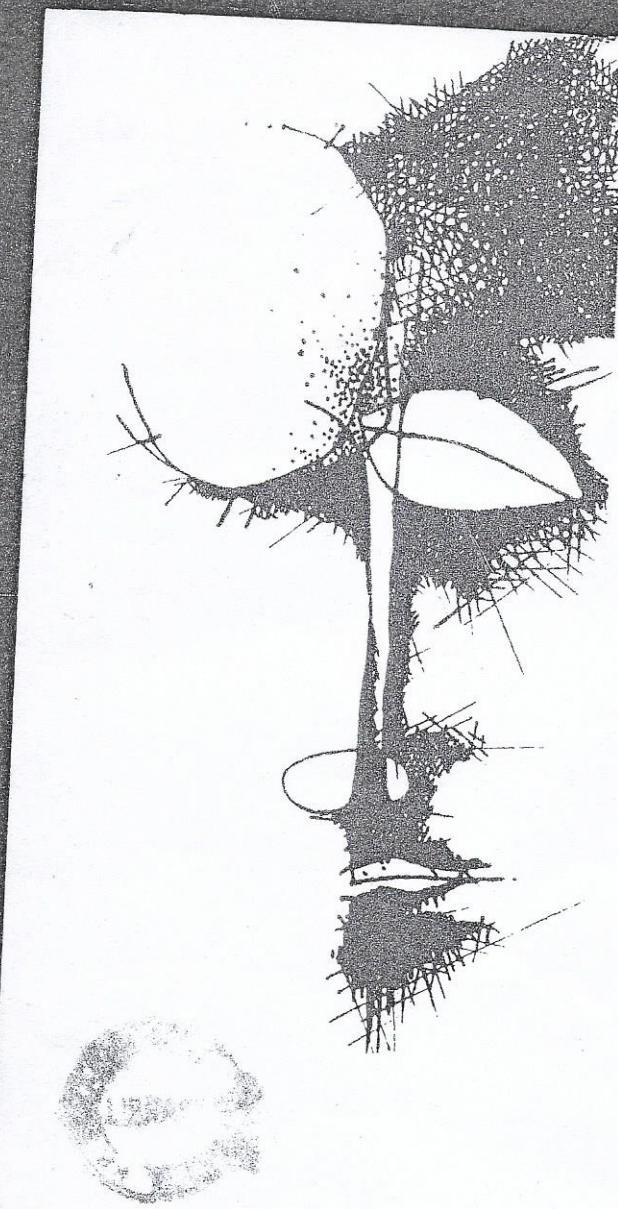


কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয়

মহাবিদ্যালয়

সার্ধ শতবার্ষিক





I অধ্যক্ষ প্রদীপ কুমার মজুমদার

॥ অধ্যাপক শেখ ইমানুল হক  
নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সহায়তা ॥ বিজয় দে  
রঘুবীর নারায়ণ দে  
মলয় রায়  
চমন চ্যাটোঙ্গী  
আশিস দে  
নিজাম শেখ

শেখ ইমানুল হক

ন্য ॥ শ্যামল বরণ সাহা

ও-প্রিন্ট,  
এ, পটুয়াটোলা ৫  
কাতা - ৯



3

SATYASADHAN CHAKRABORTY  
MINISTER-IN-CHARGE  
HIGHER EDUCATION  
GOVERNMENT OF WEST BENGAL  
BIKASH BHAWAN, BIDHAN NAGAR  
CALCUTTA-700 091

NO. HEMS/507/97

Calcutta, Dated ..... 9-5-97

M E S S A G E

I am glad to know that the 150th Anniversary Souvenir of Krishnagar Govt. College is going to be published.

I hope the souvenir will be rich in its contents and will be pleasant to read.

*S. Chakraborty*

(Satyasadhan Chakraborty)

Principal,  
Krishnagar Govt. College,  
P.O. Krishnagar, Nadia.

কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়

সার্ধশতবার্ষিক

স্মরণিকা ১৯৯৭



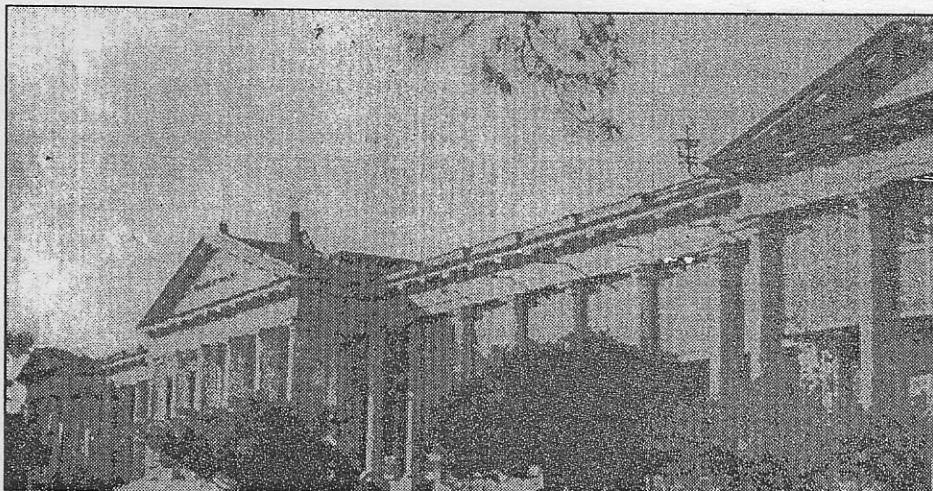
সম্পাদনা

অধ্যাপক শেখ ইমানুল হক

নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মুঁগ আহায়ক

প্রচার ও প্রকাশনা উপসমিতি



Tel. Address :  
INSTRUCTION



EDUCATION DIRECTORATE  
WEST BENGAL



Calcutta..... S - 5 - 1997

D. O. No. ....

শ্রিয় ড. মজুমদার,

কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের সার্ব শতবর্ষ পূর্তি শুরু  
এই প্রতিষ্ঠান নয়, সমস্ত ভারত বর্ষের পক্ষেই এক গোরবের  
সংবাদ। বিগত শতাব্দীর নবজাগরনের ফলে এই মহা-  
বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের গোরবন্ধন ভূমিকা আজ  
প্রতিষ্ঠাসিক সত্ত্ব। এও বলবার যে কেবল অঙ্গীতের সুখ-  
শুভচারণা নয়, বর্তমানের কর্মময়তা এবং মিছিতেও তার  
প্রতিষ্ঠা প্রশ়ার্তীত। মাঝেমধ্যে দুর্ঘট- বিপত্তি দেখা গেলে  
তা নিজান্তই সামাজিক ব্যাপার। সার্ব শতবর্ষ পূর্তির মাঝে-  
মুছে এন্দৰীঙ্গ তাই এই ইত্যাবিধৈয় যে এই মহাবিদ্যা-  
লয়ের গোরবন্ধন দিনের উত্তোলিকারকে চলিষ্ঠ কর্মসূচি  
বর্তমান এবং উজ্জ্বল উবিষ্যতের সঙ্গে যেন জুড়ে দিতে  
পারি। ইতিবাচক শিক্ষণ যেন সব অর্থেই সত্ত্ব হীয়ে ওঠে।

ড. প্রদীপ কুমার মজুমদার  
অধ্যক্ষ,

কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়  
কল্পনা - নদীমা

শ্রীযুক্ত গান্ধুলী  
স্বামীযুক্তকান্তি গান্ধুলী;

## সভাপতির প্রতিবেদন

ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଲ ଶ୍ରୀୟୁକ୍ତ କେ.ଭି. ରଘୁନାଥ ରେଡ଼ି  
ଯହୋଦୟ, ମାନନୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ସତ୍ୟସାଧନ  
କ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମାନନୀୟ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଶିଥ ଅଧିକାରୀ, ମାନନୀୟ  
ପ୍ରମ୍ରମି ଓ ଡୂମିରାଜସମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କମଳନ୍ଦୁ ସାନ୍ୟାଲ ମାନନୀୟ  
ଭାଲୁମାନନ୍ଦାଧିପତି, ହରିପ୍ରସାଦ ତାଲୁକୁଡ଼ାର, ଶିକ୍ଷା-ଅଧିକର୍ତ୍ତା,  
ଭାଲୁ-ଶାସକ, ସମାଗତ ପ୍ରାକ୍ତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର-ଛାତ୍ରୀବ୍ୟନ୍ଦ,  
ଲେଜେର ପ୍ରାକ୍ତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାନ୍ତିକାଗଣ,  
ପ୍ରାକ୍ତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକାକର୍ମିଗଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ  
ଅଧିବର୍ଗ।

ଆজি কৃষ্ণনগর কলেজের বর্ষব্যাপী সার্ধশতবার্ষিক  
স্মৰণের শুরু। আমরা আমন্দিত মাননীয় রাজ্যপাল  
স্মৰণের শুভ শূচনা করবেন। অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা ও  
কৃষ্ণনগরে জীবনে কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগর কলেজ ও  
অন্যগুলোর জানগুলোর এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।  
গাঁটিন এই কলেজকে যিরে এক সময় কৃষ্ণনগরের তথা  
যাবে জেলার সামৰ্থ্যিক জীবন পুষ্টিলাভ করেছে। ১৮৪৫  
বিশেষ ২৮ শে নভেম্বর এই কলেজের শুভ উদ্বোধনের  
থেকে আজ পর্যন্ত বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এই  
স্থান থেকে সুশিক্ষিত হয়ে জীবনের নন্দ ক্ষেত্রে  
তিষ্ঠিত হয়েছেন। কবি ও নাট্যকার দিজেন্দ্রলাল, কবি  
মুখোপাধি, কবি হেমচন্দ্র বাগচী, বিপ্লবী অধিনী দস্ত,  
নিধি ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বৈজ্ঞানিক ডঃ সুরেশ  
ও পু, পলিস্পিক খেলোয়াড় এস. সর্বাধিকারী এই

কলেজের বিশিষ্ট প্রাচুর্য ছাত্র। রামতনু লাহিড়ী ও  
মদনমোহন কৰ্কলক্ষ্মার কলেজের জন্মলগ্নে এখানে অধ্যাপনা  
করেছেন। প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ক্যাপ্টেন ডি. এল.  
রিচার্ডসন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কলেজের বর্তমান ভবন নির্মিত  
হয়। প্রায় ৩০০ বিদ্য জমির উপর এক মনোরম পরিবেশে  
এর আনন্দ অবস্থান। সুবর্ণ কলেজভবনটি স্থাপত্যকৌশিকিতে  
এক অনুপম নির্মাণ। ১৫টি বিহরে এখানে পাশ ও অনাম্ব  
পড়ানো হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে প্রতিষ্ঠিত  
এই কলেজে এক সময় স্নাতকোত্তর বিভাগের পড়াশোনা  
হত। কলেজে আইন বিভাগও চালু ছিল। আজ কলেজের  
প্রতিষ্ঠাদিবসে বর্তমানের পাশে এসে দাঢ়িয়েছেন প্রাচুর্য।  
যতীত, বর্তমানের পথ বেয়ে চলে ভবিষ্যতে। দেড়শ বছর  
বাগে এখানে যে বিদ্যাবৎশের মূচ্ছা করেছিলেন প্রাচুর্যরা,  
বর্তমানের সরলী বেয়ে নিশ্চিত পোঁছে যাবে একদিন  
পৃথিবীয় ভবিষ্যতে। আসুন প্রাচুর্যরা, আসুন বর্তমানেরা,  
প্রনাদের এই কল্যাণদাত্রী মাতৃসমা বিদ্যাপীঠের নানা  
মর্যাদে অংশগ্রহণ করুন। আমি ক্ষমতাগ্রহ কলেজের পক্ষ  
কে ও সার্ধশতবার্ষিকী উদ্যাপন কর্মসূচির তরফ থেকে  
স্বাক্ষে এই শুভ কর্মপথে স্বাগত জানাই।

প্রদীপ কুমার মজমদাৰ

ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଓ ସଭାପତି  
କୃଷ୍ଣଗର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ  
ସାର୍ଵତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କମିଟି



ଶ୍ରୀ

ପିଲାତ

ବିଜେନ୍ଦ୍ର

ମହାନ୍ତିକ

ମାତ୍ରାମଣି

ଶାକ

୩

— ୨୮

## সম্পাদকের প্রতিবেদন

জীবন কখনও থেমে থাকে না। থাকে না বলেই তার চলার পথে আসে নানা বাধা, বিছ, সমস্যা; সব কিছুকে এড়িয়ে মাড়িয়েই সে পথ চলে। আমাদের কলেজের পথ চলার বয়স ১৫০ পার। প্রকৃত অর্থে ১৫১ তে পা পড়ে গেছে কলেজের। শুরুতে যা ভাবা হয়েছিল, তার থেকে অনেক আনন্দ-ক বড় হয়েছে কলেজ। কিন্তু একই সঙ্গে খাটোও হয়ে গেছে। দুঃখের হলেও সত্যি আমাদের গর্বের জ্যোগায়-ঘা লেগেছে। দেড়শ বছরের শুরুর অনুষ্ঠান অনেক ক্ষটি সন্ত্রেণ ভাল হয়েছে। মাঝে মাঝে 'সেমিনার'ও হচ্ছে। কিন্তু আমাদের যা আসল সম্পদ—শিক্ষা ব্যবস্থা তার ক্ষেত্রে সমস্যা বেড়েছে। ভাল ছাত্রের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পদ্ধতিরও ক্ষটি দেখা দিচ্ছে। ক্লাস নির্ভরতা কমছে ছাত্র- ছাত্রীদের। কলেজের বাইরে পড়ার ওপর জোর বাড়ছে তাদের। এতে কঠটা ভাল হচ্ছে, ফলফলেই তার প্রমাণ।

একদিন এই কলেজ থেকে উচ্চ-মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছে। সে বেশি দিনের কথা নয়। সেই দিন ফিরিয়ে আনতে হবে কলেজে। এ কাজ শুধু এক শিক্ষকদের দ্বারা হবে না—চাই ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাসহায়ক কর্মী ও অভিভাবকদের যৌথ প্রচেষ্টা। কেন অনাস্রে আরও বেশি করে 'ফার্স্ট ক্লাস' পাবে না এই কলেজের ছেলেরা? কৃষ্ণনগর শহর এবং গভৰ্ণ কলেজ রাজ্যের সুপরিচিত—বিদ্যা ও বিদ্যাবন্তর জন্য। সেই প্রতিষ্ঠানের দেড়শ বছরের আসল ঘাজ তো—প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের ভাল ফল-ভাল শিক্ষা প্রণালী—সুশৃঙ্খল অবস্থা। চালু করতে হবে টিউটোরিয়াল—ইতিমধ্যে বাংলায় শুরু হয়েছে। অন্য সব বিষয়ে নিতে হবে একই পদক্ষেপ। এরই পাশাপাশি ভাল ছাত্রীরা যাতে ভর্তি হতে পারে তার ব্যবস্থাও সুনির্ণিত হওয়া দরকার। দরকার অবাঞ্ছিত চাপ কমা। আশা করা যায় কলেজের দেড়শ বছর—এই সব অবাঞ্ছিত সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে, ভাল হবে ছাত্রদের ফল। উচ্চ-মাধ্যমিক গবেষণা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষে দেখা যাবে এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নাম।

খেলার মাঠ আছে আমাদের, বিশাল। কিন্তু নিয়মিত খেলোয়াড় কোথায়? নিয়মিত খেলাধূলা হওয়া দরকার। দরকার নিয়মিত বিতর্ক, তৎক্ষণিক ক্রাইজ ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। হেক অংশ প্রতিযোগিতাও—বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে। একাজে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণিয়ে আসতে হবে

বেশি করে। শিক্ষকের থাকবেন পাশে। দেড়শ বছরে এই অঙ্গীকার আমরা আশা করতেই পারি।

বিশ্বের নানা প্রান্তে নানা ঘটনা—তাৰও আলোচনা চাই কলেজে। কলেজটো ভৱিষ্যতের নাগরিকদের গড়ে তোলার প্রকৃত জায়গা। দেশের প্রধ্যাত বিজ্ঞানী, লেখক, সংবাদিক-শিল্পীদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা হওয়া উচিত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তাদের দেখে তাদের কথা ও আলোচনা শুনে ছাত্রী পাবে নতুন প্রেরণা। সরকার আশা করি এ্যাপারে অর্থ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমাদের বিমুখ করবেন না।

একদিন কলেজে আইন পড়ান হতো। আজ বন্ধ। আইন কলেজে আবার চালু হওয়া উচিত। চালু হওয়া উচিত স্নাতকোত্তর পড়াশোনা। এরই সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে কাজ পেতে পাবে—দুবেলা অন সংস্থামের ব্যবস্থা করতে পারে তাৰ জন্য উদ্যানবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, মৎস্যচাষ, বেতার ও দূরদর্শন প্রযুক্তি-র মত নতুন নতুন বিষয়ে পড়াশোনা চালু হওয়া দরকার কলেজে। এছাড়া পথ নেই।

চাকরি নয়, কাজ। আচার্য প্রফেসর চন্দ্ৰ রায়ের লেখা তাই আমরা আবার ছাপছি। ছাপছি বল পুৰনো ও সদ্য প্রাত্নন ছাত্রদের লেখা। কেমন কলেজ ছিল তাদের সময়ে। কলেজের স্বায়ওশাসন (অটোনমি) নিয়ে তুমুল তর্ক চারিদিকে। ইউ-জি-সি-র একটা প্রতিবেদন ছাপা হল। ভাল-মন্দ দুদিকের কথাই আছে প্রতিবেদনে। আমরা চাই, সবাই জেনে বুঝে সিদ্ধান্তে অশ্ব নিন। এছাড়াও আছে শিক্ষা-সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য। কোণায় দাঁড়িয়ে আছি, আমরা, জনার জন্য।

প্রচন্দের ছবি আগামীৱ ছবি। ভৱিষ্যতের বিকে মুখ ফেরানো প্রত্যয়ের ছবি। আধাৰ পঢ়িয়ে জলে ওঠার ছবি। দেড়শ বছরতো আমাদের এই ছাত্রতি উপহার দেবে, তাই না?

আমাদের কলেজের পৰীক্ষার ফল গর্বের হবে, আমাদের ঐতিহ্যের, গর্বের কলেজ রাজ্যের অন্যতম সেৱা কলেজ হবে।

এই আশাই তো দেড়শ বছরের প্রকৃত আশা।

এই আশাৰ আলোৱ সন্ধানে রইলাম।

ইমামুল হক

যুগ্ম আহায়ক

## সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৮৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের অনুমোদনক্রমে কৃষ্ণনগর কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের নাম ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন। শুরুতে কলেজিয়েট স্কুলে এবং কলেজ একইসঙ্গে চলত। স্কুল এবং কলেজ মিলিয়ে ছাত্র ছিল ২১৪, কোন ছাত্রী ছিল না। শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১৩। এদের মধ্যে দশজন ছিলেন ভারতীয় বাকী তিনজন ইউরোপীয়। ইউরোপীয়দের মধ্যে যেমন ছিলেন ব্রাউনোরি, বেটসন এবং বীনল্যান্ড তেমনি ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন বাবু রামতনু লাহুরী ও পদ্মিত মদনমোহন তর্কালঙ্ঘার। জাতি-বর্ণ-ধর্ম নিরিশেষে সকলেই পাবেন শিক্ষার সুযোগ এবং ক্ষেত্রাবণিপ, একাপ নীতিতে নির্ধারিত হয়েছিল শুরুর সময়ে। কলেজ প্রতিষ্ঠায় যুক্ত ছিলেন অনেকেই। নদীয়ার তৎকালীন মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র সরকারী আদেশে কলেজের সভাপত্নী নিযুক্ত হয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য-শিক্ষা ব্যবস্থার শুরুতে কলেজের প্রমোশন ব্যবস্থা ছিল বেশ কড়াকড়ি।

শুরুর পর ১৮৪৮ সালের জুন মাসে 'কাউন্সিল অব এডুকেশন' লোকাল কমিটির হাত থেকে কলেজ পরিচালন দ্বাৰা অধিগ্রহণ করে। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে এটি আৱার শিক্ষা অধিকর্তাৰ আওতায় চলে যায়। ১৮৪৬-১৮৫৬ সালের মে মাস পর্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজ অবস্থিত ছিল বৰ্তমান পোষ্ট অফিসের নিকটবৰ্তী একটি ভাড়া বাড়ীতে। ১৮৫৬ সালের ১লা জুন থেকে বৰ্তমানে অবস্থিত কলেজের সুদৃশ্য আটলিকায় কলেজের নামান বিভাগের কাৰ্যাবৃলী শুরু সহয়। এই সুদৃশ্য কলেজ ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল ৬৬ হাজার ৭৬ টাকা, যার মধ্যে ১৭০০০ টাকা ছিল জনসাধারণের ষেষ্ঠা দান। ১৮৫৭ সালেই এই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। সে সময় থেকেই শুরু হয় এন্ট্রাঙ্গ ও এফ.এ পরীক্ষার। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই কলেজে বি.এ. ও আইন ক্লাস শুরু হয়। ১৮৭০ সালে চালু হয় এম.এ. শিক্ষাক্রম আৱ ১৮৭২ সালে 'স্টেচ' বিভাগ।

### নক্ষত্র ছাত্র

শুরু থেকেই বহু নক্ষত্রের আগমন ঘটেছে এই

অধিকার করেন। শ্রী ললিত কুমার বানান্তী এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম, সতীশ চন্দ্র আচার্য বি. এ. পরীক্ষায় ২য় এবং কবি ও নাট্যকার দিজেন্দ্রলাল রায় এফ. এ. পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করে কলেজকে সারা বাংলার বুকে একটি মহান ও উজ্জ্বল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৮০ সালে এই কলেজে পদার্থ ও রসায়নশাস্ত্রের জন্য পরীক্ষাগার নির্মিত হয় এবং ১৯০৪ সালে তা সম্প্রসারিত হয়। এব আগে ১৮৭৬ সালে ডনবৰ্স স্কুল সহিকটই ভাড়াবাড়ীতে হিন্দু ছাত্রাবাস চালু হয় পৰে ১৯২৭ সালে তা বৰ্তমান ছাত্রাবাসে স্থানান্তরিত হয়।

### আমাদের আদের অধ্যক্ষর

যে সব অধ্যক্ষের আমলে কলেজের প্রভৃতি উন্নতিসাধন হয়েছিল তাদের কয়েকজনের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ কৰতেই হয়। ১৮৪৬-১৮৫৬ তে প্রিসিপ্যাল রকফোর্টের প্রচেষ্টায় কলেজের প্রভৃতি উন্নতিসাধন হয় ও ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৪-১৮৭৭ সালের প্রিসিপ্যাল শেখরীঞ্জ শুধু ছাত্র নয় অধ্যাপকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করেন। পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য অধ্যক্ষবৃন্দের মধ্যে রায়বাহাদুর জ্যোতিভূষণ ভাবুড়ী (১৮৯৮-১৯০৬), শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে (১৯০৯-১৯১৬) এবং আৱ. এন. গিলক্রিস্টের (১৯১৬-২১) নাম বিশেষভাৱে স্মাৰণীয়। এৱা যেমন কলেজে বিভিন্ন বিভাগ খোলাৰ উদ্যোগ নিয়েছেন, তেমনই চালু কৰেছেন ছাত্রবৃত্তি, আৱার কলেজের প্ৰশাসনিক দিককেও নানানভাৱে জনমুঠী কৰে তুলতে চেষ্টা কৰেছেন।

### নতুন শতক—নতুন পথ

পুৱানো শতক শেষ হয়, আসে নতুন শতক। বয়স বাড়ে কলেজের, সূচিত হয় নতুন মাত্রা। ১৯০৫ সালে স্থাপিত হয় কলেজ কমনৱৰ্ষ। ১৯০৮ সালে তৰুণ কলেজ ছাত্রী লাইফ এন্ড লাইট নামে হস্তলিখিত কলেজ পত্ৰিকা প্ৰকাশ কৰেন আৱ ১৯১৫ সালে এই মুদ্রিত রাপেৰ প্ৰকাশ ঘটে কলেজ প্ৰাঙ্গনে। মুসলিম হোস্টেলের শুরুও এই ১৯১৫ সালেই। ১৯৩৮ সালে বলমলিয়ে উঠে

অরুণবালা থা। এই সেন সাহেবের আমলেই কলেজ নানাবিধ বিষয়ে পঠন-পাঠনের অনুমোদন লাভ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অতি এতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বি. এ. পাশ কোর্সে আর বিভাগ, বাংলা ভাষায় পাশ-অনার্স, বি. এস. সি. -তে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যায় পাশ ইত্যাদি।

একটি কলেজের দেড়শ বছরের ইতিহাস বড় কর কথা নয়। দেড়শটি বটেই দেড়হাজার গবেষণা পত্র লেখা যেতে পারে এ থেকে। তাই এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে যা লিপিবদ্ধ হচ্ছে তা একটি বৃহৎ বটবৃক্ষের একটি ক্ষুদ্র পাতা যাত্র। পরিসমাপ্তি ঘটাই আরও কঠি তথ্য জানিয়ে।

১৯৫৩ সালে এই কলেজে রসায়নবিদ্যা অনার্স চালু হয়েছে। ১৯৬৩ তে শুরু হয়েছে পদার্থবিদ্যায় অনার্স। আর ১৯৬৬-তে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এই বছরেই অনুনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পৃথকীকৃত হয়।

বর্তমানে পদার্থবিদ্যা বিভাগ, রসায়নবিদ্যা বিভাগ,

জীববিদ্যা বিভাগ ভূগোল বিভাগ নামক চারটি বৃহৎ বিভাগ এখন চারটি পৃথক ভাগে স্থানান্তরিত হয়েছে। গ্রাহণার বিপুলকারে নানান গ্রন্থসংগ্রহ নিয়ে সেবা করে চলেছে বিভিন্নজনকে বিভিন্নভাবে। ১৯৭৮ সালে নতুন একাদশ শ্রেণী সংযোজিত হয়েছে কলেজে। প্রাণীবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞানে অনার্স পড়ানো হচ্ছে পুরোদমে। শরীর বিজ্ঞান ও বাণিজ্যিক পাস কোর্স চালু হয়েছে এবং এগুলিকে শীঘ্ৰই অনার্স স্তরে উন্নীত কৰাৰ কথা চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। ১৪-১৫ শিক্ষাবৰ্ষথেকে শুরু হয়েছে ভূগোলের অনার্স কোর্স।

১৮৭০-এ যৈ এম. এ. ক্লাস চালু হয়েছিল এই কলেজে, পরবর্তী কালো যা বন্ধ হয়ে যায়, সম্প্রতি সেই স্নাতকোত্তর স্তরে আরও পাঠ্যক্রম চালু হওয়াৰ কথা শোনা যাচ্ছে। যত তাড়াতড়ি এই পাঠ্যক্রম চালু হয় ততই মঙ্গল।

## কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন প্রসঙ্গে দুটি কথা

বিনয় ভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও পুনর্মিলন সরকার

অঙ্গ হিসেবে প্রথমদিন ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯৬ বিকেলে উৎসবের মূলমঞ্চে মিলিত নয় প্রাক্তন-বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক ও শিক্ষাসহায়ক কর্মীরা। সেখানে পুনর্মিলন আলোচনার বৈঠকে গঠিত হয়, Alumni Association-কমিটি। এখানে আরও স্থির হয় প্রতি বছর তি ডিসেম্বর কলেজে পুনর্মিলন উৎসব হবে।

বর্তমানকালে কলেজের পাঠ্যক্রম ও পরিবেশ দ্রুত পালটে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজের বেছে নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু বিষয়ে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলাৰ জন্য। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে প্রাক্তনীরাও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সাথে সহযোগিতাৰ হাত বাঢ়িয়ে দিতে চান। তাই গঠন কৰা প্ৰয়োজন Krsjhnagar Alumni Association- এৰ। যাৰ মাধ্যমে কলেজেৰ সাৰিক উন্নয়ন এবং তাৰ উজ্জ্বল

দেশেৰ গত দেড়শ বছরেৰ শিক্ষাদীক্ষার অতিগোৰবোজ্জ্বল ঐতিহ্য বহন কৰছে কৃষ্ণনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়। অগণিত কৃতি ছাত্রছাত্রী সেই গৌৱবেৰ ধাৰক ও বাহক। দেশেৰ স্বাধীনতা ও স্বাধীনতাত্ত্বেৰ কালেৰ ছাত্র আদোলনেৰ পীঠস্থান এই মহাবিদ্যালয়। প্রাক্তনদেৰ অনেকে চাওয়া পাওয়াৰ সামৰ্জ্য। অনেকদিন ধৰেই প্রাক্তনীৰা অনুভূত কৰিছিলেন একটা Alumni Association গঠন কৰাৰ যাতে পুনর্মিলন উৎসবেৰ একটা ধাৰবাহিকতা রক্ষা কৰা যায়। অতীতে মাৰো মধ্যে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদেৰ নিয়ে পুনর্মিলন উৎসব হয়েছে। যেমন হয়েছে ১৯৬১, ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে। এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রেৰ উৎসাহে, ঘটনাচক্রে যাবা কৰ্মসূত্ৰে এই কলেজেৰ সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে সময় দুটি শ্রমণিকাও



## কর্মকলান প্রাচীন ছাত্র

প্রমথনাথ বসু (১২/৫/১৮৫৫—২৭/৮/১৯৩৫)

প্ৰ

খ্যাত ভূতত্ত্ববিদ। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ১৮৭৩ সালে এফ. এ, পাশ করে কলকাতা সেটজেভিয়াস কলেজে পড়াৰ সময় শিলক্ষণ বৃত্তি পেয়ে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন যান। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে স্নুল অফ মাইনস এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশ ফিরে ১৮৮০ খৃষ্ট জিওলজিকাল সার্কেল অব ইতিহাসে চাকুরী পেলেও বিলাতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য ডেপুটি সুপারের বেশি পদোন্নতি হয়নি। ১৯০৩ খৃষ্ট তাঁর নিমিত্ত জনৈক ইংরাজকে সুপার পুদ দিলে তিনি পদত্যাগ করেন। চাকুরী ছীবনে তিনি মধ্য প্রদেশের ধুলী ও রাজহারা লোহখনি আবিষ্কার করেন; তারই ফলে ডিলাই কারখানা স্থাপন সম্ভব হয়েছে। ১৯০১ খৃষ্ট তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের বিশিষ্ট কীর্তি ময়ুরভঙ্গ বাজের গুরামহিয়ানি অঞ্চলে লৌহ খনির আবিষ্কার (১৯০৩-০৪) এবং সেই ভিত্তিতে জামসেদজী দাটাকে সৌহাট্পাত কারখানা স্থাপনে রাজি করার। এছাড়া রাশীগঞ্জ, মাঝিলি ও আসামে কয়লা, সিকিমে তামা এবং রামসেনোগ ধনিজ অনুসন্ধান করে ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে বিলাতে ও ভারতে প্রথম শ্রেণীর নেতৃত্বের বুদ্ধি ও সাহস আগিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করেন। বিলাতে ইতিমাসে পোশাইটির কর্মসূচি এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদ হাস্তিত হ'লে বেঙ্গল টেকনিকাল ইনসিটিউটের (আজকের যাদুঘরের বিশ্ববিদ্যালয়) প্রথম অধ্যক্ষ ও পরে পরিদর্শক হন। এসব প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হওয়ার অনেক পূর্বেই ১৮৮৭-৮৮ খৃষ্ট এ ব্যাপারে বক্তৃতা দেন ও প্রবন্ধাদি লেখেন এবং প্রবন্ধীয় শিল্প বাণিজ্য বিজ্ঞানের জন্য বহু চেষ্টা করেন। আলেম বিজ্ঞান প্রচারে অগ্রণী ছিলেন। 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' গ্রন্থ বিশিষ্ট রচনা। পাঠ্য পুস্তকের বিষয় নির্বাচনে ইয়োগিতার জন্য তিনি Bengali Academy of

Liturature স্থাপন করেন। এটি পরে সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির মেম্বর ছিলেন। রচিত গ্রন্থ A history of Hindu Civilization under British Rule (3 vols); Epochs of Civilization; Swraj-Cultural and Political.

বিজেন্দ্রলাল রায় (১৯/৭/১৮৬৩—১৭/৮/১৯১৯)

প্ৰ

খ্যাত কবি ও ল্যাট্যুকার। পিতা কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্ৰ রায়। সুকৃষ্ট গায়ক ও গীতিকার পিতার প্রভাবে বিজেন্দ্রলাল অল্প বয়সেই গায়ক রাপে পরিচিত হন। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা ও এফ. এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শুগলী কলেজ থেকে বি. এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সি থেকে ইংবেজীতে এম. এ, পাশ করেন। পাঠ্যাবস্থায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আৰ্যগাথা' ১৮৮২ খ্রী: প্রকাশিত হয়। বিলাতে প্রাবাসে পাঞ্চাত্য সংগীত শেখেন ও Lyrics of Ind নামৰ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। বিলাতের প্রমিক অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয় ও রংজলায়ের কলাকৌশল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে কাজে লেগেছিল। দেশে ফিরে প্রায়শিকভাবে করতে অঙ্গীকৃত হওয়ায় সামাজিক উৎপীড়ন পোহাতে হয়—এর ফলশ্রুতি তার 'একঘরে' নামক পুষ্টিকাটি। তিনি চাকুরী ছীবনে উচ্চপদস্থ ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বাধীনচেতনা ছিলেন বলে তাঁর কর্মজীবন সুরোৱ হয়ে আছে। ১৯০৫ সালে পুর্ণিমা-সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থাটি তৎকালীন শিক্ষিক ও সংস্কৃতিপরায়ণ বাঙালীদের তীর্থস্থৈর্য হয়ে ওঠে। প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থেকে স্বরচিত গান করেন। ইভিনিং প্লাব নামক অপর একটি সংস্থাৰ সঙ্গেও যুক্ত হন এবং এর নাটকে অংশ গ্রহণ করেন। অঞ্জ বায়সে কাব্য রচনা শুরু করেন এবং ১৯০৩ খ্রী: শ্রীৰ মত্তু পর্যন্ত প্রধানত কাবাই রচনা করেন। এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থ ১২ টি। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রহসন, কাব্যনাট্য, ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক কবিতাও আছে।

শেষ দশ বছর প্রধানত নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। অদেশী আন্দোলনে বাঙালীচিত্তের যে অভিনব জ্ঞাগরণ ঘটেছিল—তাঁর নাটকে সেই মানসের প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি এই জ্ঞাগরণের রূপকার। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশ তাঁর শেয় কীর্তি। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর হাসির গান বাঙালীকে নির্মল আনন্দ দিয়েছে। সঙ্গীত রচনা ও সুর প্রয়োগে দেশী বিদেশী ভাবনার মিশ্রণ ঘটিয়ে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি গান চিরকাল বাঙালী জীবনে উদ্দেশ্যে আনন্দ দিয়েছে। সঙ্গীত রচনা ও সুর প্রয়োগে দেশী বিদেশী ভাবনার মিশ্রণ ঘটিয়ে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি গান চিরকাল বাঙালী জীবনে উদ্দেশ্যে আনন্দ দিয়েছে। তাঁর বিপুল রচনার মধ্যে 'হাসির গান' 'চন্দ্রগুপ্ত' 'সাজাহান' 'মেবার পতন' 'প্রতাপ সিংহ' প্রসিদ্ধ।

জগদানন্দ রায় (১৮১৯/১৮৬৯—২৫/৬/১৯৩৩)



কঞ্জনগর নদীয়া—জমিদার বৎশে জন্ম। হানীয় স্কুল ও কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করে কিছুদিন গড়াই-এর মিশনারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ছাত্রাবহায়ই সহজাত বৈজ্ঞানিক অনুসরিক্ষণ সাহিত্য ক্ষেত্রে তাকে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধকার হিসাবে পরিচিত করে। 'সাধনাপ্য' প্রকাশিত প্রবন্ধের সূত্রে সম্পাদক বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং প্রথমে শিলাইদহ জমিদারির কর্মচারী, পরে কবির পুর ক্ষয়াদের বিজ্ঞান ও গণিতের গৃহশিক্ষক এবং শেষে অক্ষয়চর্যাশ্রমের শিক্ষক নিযুক্ত হন। বৃক্ষচর্য বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর প্রচলিত বিপুল উৎসাহে কাজ করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আদর্শে সরল বাংলায় বিজ্ঞানের সত্ত্বপ্রাচার তাঁর জীবনের অন্যতম কাজ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে (নেহাটি ১৩৩০ বৎ) বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : গ্রহনক্ষত্র, প্রাকৃতিকী, বৈজ্ঞানিকী, পোকামাকড়, জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার, বাংলার পাথী, শব্দ ইত্যাদি। শাস্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম সর্বাধ্যক্ষ। এখানেই দেহাবসান।

সতীশচন্দ্র আচার্য বিদ্যাভূষণ, ঘৰামহোপাধ্যায়  
(৩০/৭/১৮৭০—২৫/৮/১৯২০)

পিতা পিতাম্বর বিদ্যাবাণীশ। ফরিদপুর জেলার

বাঁধুলীখালকুলা গ্রামে জন্ম। মাইনর পরীক্ষায় নদীয়া বিভাগে বৃত্তিসহ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন ও নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন। এখান থেকে বৃত্তিসমেত এন্টালি এবং কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি.এ, পরীক্ষায় বাঙালী দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। ১৮৯৩ খ্রি: সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম, এ, পাশ করেন। এরপর ব্যাকরণ, দর্শন, স্থূল ও বেদাদি পড়েন। এছাড়াও নবদ্বীপ বিদ্য় জননী সভা'র পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে (১৮৯৩) 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি পান এবং কৃষ্ণনগর কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক হন। বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃতে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। পালি ভাষার চৰ্চা এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে অধ্যায়ন করেন। সরকার কর্তৃক Buddhist Text Society-র সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পদে ১৯১১ বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এই সময় পালি ভাষায় বহু প্রচৰ রচনা করেন। ১৮৯৭ খ্রি: সরকার কর্তৃক সহকারী তিব্বতীয় অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হয়ে রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাসের সঙ্গে তিব্বতীয় বৌদ্ধ ও সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ণের ভার নেন। ১৯০০ খ্রি: কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০৩ খ্রি: ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম পালি ভাষায় এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বীকৃত লাভ করেন। ১৯০২ খ্রি: মার্ট মাসে বেঙ্গলী হয়ে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন। এই সময়ে ফরাসী ও জার্মান ভাষা শেখেন। ১৯০৬ খ্রি: 'ঘৰামহোপাধ্যায়' ও ১৯০৯ খ্রি: Middle Age School of Indian Logic নামে প্রবন্ধ লিখে পি, এইচ, ডি, ১৯১৩ খ্রি: সিদ্ধান্ত ঘৰাবোধি এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে পাণ্ডিতের জন্ম প্রিপিটক বাণীশ্঵র উপাধি পান। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডক্টরেট। লক্ষণ ব্যায়াল প্রশিক্ষাটি সোসাইটি বেঙ্গল প্রশিক্ষাটি সোসাইটি প্রত্তির সদস্য এবং আবও বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : আত্মতত্ত্ব প্রকাশ, পালি ব্যাকরণ, ম্যায়দর্শনের ইংরাজী অনুবাদ, 'বুদ্ধদেব' এ হিন্দু অংশ ইঙ্গিয়ান লজিক প্রত্তি।

**মৃত্তি সংগ্রামী, চারণ কবি ও সাংবাদিক।**

কৃষ্ণনগর সি, এম, এস, স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ৩ কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে আই, এ পাশ করে বি এ, পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। জীবনের প্রথম দিকে সুভাষ বসু, হেমন্ত সরকার, কবি জগতের অনুসারী হলেও রাজনৈতিক আদর্শে গান্ধীবাদী ইলেন। সংখ্যাদিকাতা ছিল তার কর্মজীবনের পেশা। গান্ধীহিক 'দেশ' পত্রিকা আবির্ভাবের মূলে তাঁর সক্রিয় মিক্রো ছিল। উচ্চর কালে চারণ কবি হিসাবে তিনি খ্যাত

হন। এক সময়ে গঞ্জে ঘুরে জনসার্বারণকে দেশপ্রেমে উদ্বৃক্ত করার ভার নিয়েছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'সর্বহারার গান' বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর অন্যান্য বই 'চারণ গীতি' ও 'চারণ কবি ইউট্যুন'। তাঁর গদ্য রচনাও তারণ ও উদাস শৌবনধর্ম-বাণীয়। এই গদ্য রচনায় সাহিত্য সমালোচনা, দেশ বিদেশের উচ্চ ভাবনাচিন্তা, সাধীনতা সংগ্রাম, বিপ্লববাদ প্রভৃতি বহু বিষয় নিয়ে তিনি সুন্দর ও সহজ ভাষায় আলোচনা করেছেন। The champion of the proletariat তার ইংরেজী গ্রন্থ। পশ্চিম বাংলার রাজ্য বিধান সভায় তিনি দু'বার জনপ্রতিনিধি মির্চাচিত হন।

## প্রথম ছাত্র ইউনিয়ন

ধর্মদাস মজুমদার

১৯২১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের তীয় সংগ্রামে আঞ্চলিক নৃতন রাগ নেয়। জাতীয় জীবনের স্তরে তাঁর ধূমধার পড়ে এবং অবধারিত ভাবেই ছাত্রদেরও তীয় সংগ্রামের প্রতি আকর্ষণ বাঢ়ে। কিন্তু দেশের কোথাও ননে ছাত্র-সংগঠন না থাকায় ঠিক এই সময়ে ছাত্রদের ধূ বেগমো সৃষ্টি ছিল না। ১৯২৭ সালে ছাত্রদের মধ্যে এটি ছাত্র-সংগঠন গড়ে তোলার বেঁক আসে। কৃষ্ণনগর মঙ্গের আবে সংগঠন ১৯২৭ সালেই গড়ে উঠে। কৃষ্ণনগর মঙ্গের ছাত্র-সংগঠন গড়ে ওঠার বছর খানেক আগেই প্রিসিডেন্সি সংগঠনে আনুরূপ একটি সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

প্রথম ধীরে ধীরে অভিভূত বাংলার বিভিন্ন কলেজে সংগঠন গড়ে ওঠে ও ছাত্রদের সামাজিক রাজনৈতিক ভাবাবলী প্রকাশের ও সক্রিয় কাজ কর্মের সুযোগ তৈরী

কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র-সংগঠন গড়ে ওঠার আবে আগমণ। ভূমিকাতে অনেকেই ছিলেন, সকলের সব ধূ শ্রেণী প্রতিতে স্পষ্ট হয়ে না ওঠাই স্বাভাবিক, তবুও খুবই সক্রিয় ছিলেন তাঁদের কয়েকজন হলেন

ছাড়াও শাস্তিপুর ও নবদ্বীপ নিবাসী দু'একজন ছাত্র বন্ধুও খুবই সক্রিয় ছিলেন। অধ্যাপকদের মধ্যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই দু'বক্ষ চিন্তা ভাবনার মানুষ ছিলেন—কিছু অধ্যাপক চাইতেন ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠুক, আবার কেউ কেউ তা চাইতেন না। ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠার ব্যাপারে অধ্যাপক সুবোধ দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রেরণা ভুলবার নয়। তিনি ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজের অংকের শিক্ষক, কেমেরিজ টাইপোজ, সে কালের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী প্রগতিশীল মানুষ।

১৯২৭ সালের শেষ দিকে নির্বাচন হলো। ছাত্র-সংগঠন গড়ে উঠল। প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন ইগার্টন স্বিথ, ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন অধ্যাপক সুবোধ দাশগুপ্ত ও নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। খেলা ধূলার বিষয়ে ভারতীয় অধ্যাপক হলেন শ্রীভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজ-সেবা বিষয়ে ভারতীয় অধ্যাপক হলেন শ্রীনিলামীকান্ত বৃক্ষ। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলাম আমি। পত্রিকা সম্পাদক নির্বাচিত হলেন দীনবন্ধু সাম্যাল ও খেলাধূলা দণ্ডরের সম্পাদক হলেন ধীরেন্দ্রনাথ পালমামসুন্দী।

অধ্যাপক মহলে সরকার যেসা কিছু অধ্যাপক ছিলেন। তাঁরা প্রথম থেকেই চাননি যে ছাত্রদের একটা সংগঠন গড়ে উঠুক। এরা অধ্যক্ষ মহাশয়কে সাবধান করে দিয়েছিলেন—তাঁদের ভয় ছিল, এই ছাত্র সংগঠন একটি রাজনৈতিক দলের চেহারা নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধ করবে। তাঁদের এ ভয় অমূলক ছিল। কেননা, আমরা এই সংগঠনটিকে স্থূলভাবে কেনো রাজনৈতিক দলের বেদী করতে চাইনি। আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মঙ্গলজনক কাজ করা এবং পাশাপাশি ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চেতনার বৃদ্ধি ঘটানো। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরেই তখন একটা সংগ্রামী ঝৌক ছিল, ছাত্রদের মানসিকতাকে তার সঙ্গে বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল বৈকী। যদি কেনো রাজনৈতিক চেতনা আমাদের থেকেও থাকে তো তা ছিল মোটা দাগে বাঁধা। ছাত্রদের মধ্যে দুটো দলই ছিল, একদল ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পক্ষে, অন্যদল বিপক্ষে। বলাই বাহ্যিক যে স্বাধীনতার পক্ষেই ছিল বেশির ভাগ ছাত্র এবং এই কারণেই প্রথম ছাত্র সংগঠনটি খুবই প্রাপ্তব্য ছিল। বিপক্ষে যারা ছিল—তারা ছিল সেই সব ঘরের সন্তুননৰা যাদের পিতা বা অভিভাবকেরা ছিলেন ইংরেজ সরকারের খয়ের খৰ্ব। কিন্তু, এদের সঙ্গে কেনো দলাদলি বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আমরা জানতাম যে আমাদের সংগঠনের কাজ আসলে ছাত্রদের উন্নয়নমূলক কাজ। দলাদলি বা বেষারেয়ির প্রশংসন ওঠেন। এই কারণেই মুষ্টিমেয়ে কয়েকজন ছাড়া সব ছাত্রই ইউনিয়নকে সমর্থন করেছিল।

১৯২৮ এর শেষ দিকে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রথম Students' Conference হয়। এই সম্মেলনে নেতাজী ও নেতৃকে উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় জহরলাল নেতৃকে ছাত্রদের মধ্যে Socialism-এর কথা বলেন, এবং এর পর থেকেই ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবনা চিঞ্চার দিকে ঝৌক আসে। ইতিমধ্যে সারা বাংলার প্রায় সব কলেজেই ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠেছে। এর ফলে আমাদের সাহসও অনেক বেড়েছে, কেননা, কৃষ্ণনগর কলেজ ইউনিয়ন তখন আর কোন বিচ্ছিন্ন ইউনিয়ন নয়, তার ঝুঁকি নেওয়ার

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রথম ইউনিয়নের প্রথম কাঙ্গাই হলো চারিটি ম্যাচ করা। ফুটবল ম্যাচ থেকে বেশ কিছু পয়সা তোলা হলো—এবং সেই পয়সায় Student's aid fund গড়া হলো। Post Office- এ বই খোলা হল। ছাত্রদের aid দেওয়া হতো এই ফাণি থেকে। ছাত্র বা অধ্যাপকদের কাছে থেকে কোনো চাঁদা নেওয়া হতো না, কিন্তু কোনো কোনো অধ্যাপক নিজের থেকেই টাকা দান করতেন aid fund- এ। অনেক ছাত্রের অনেক অভাব মিটিয়েছে এই aid fund.

আমি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে খুব অল্প দিনই কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এই অল্প সময়েও আমি উৎসাহের সঙ্গে ইউনিয়নের নানা কাজে যুক্ত থেকেছি। প্রতি শনিবারে একটি করে বিতর্ক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। এর নাম ছিল Debating Club। এর কাজ হতো কলেজের কমনকম। বিভিন্ন রিয়েল ছিল সাধারণত অরাজনৈতিক—যেমন Reason vs. Sentiment.

আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের একত্ববদ্ধ করে নানারকম মৌলিক উন্নয়ন মূলক কাজে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা। এর জন্যেই ছাত্রদের ইউনিয়নের আশ্রয়ে আমার প্রয়োজন হয়েছিল। তবে, একথা ঠিক যে, আমাদের কাজকর্মের সীমাবদ্ধতা ছিল। জাতীয় আন্দোলনের রাপ্তেরখাতে তখন Moderate ও Extremist দের দ্বন্দ্ব ছিল। ছাত্রদের মানসিকতায় এর প্রভাব ছিল। কিন্তু কেনো সাধারণ কর্মপদ্ধা স্থির করবে তা প্রয়োগ করা সম্ভব ছিলনা। কেননা, সারা বাংলার সব কলেজ ইউনিয়ন গড়ে ওঠেনি, উঠেছিল পরে, তাই জাতীয় স্তরে ছাত্র সহ্যতাও দানা বাঁধেনি তখনও। এই সব কাবণে কেনো Political issue নিয়ে কাজ করার খুবই অসুবিধা ছিল, আমরা বুঝতাম, কিন্তু সারা বাংলা ছাত্র সহ্যতা গড়ে ওঠার অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। তবে, খেলাধূলা, নানারকম সমাজসেবা, ছাত্রদের জন্যে উন্নয়নমূলক কাজে ইউনিয়ন সব সময় দ্রুততার সঙ্গে কাজ করেছে। প্রথম ইউনিয়নের জড়ত্বার মধ্যেও তা ছিল আবেগময় ও প্রাণশ্রেষ্ঠতে ভরপুর।

# স্বাধীনতা-সংগ্রামে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদের ভূমিকা

সাক্ষাৎকার মোহিত রায়

স্বাধীনতা-সংগ্রামে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদের ভূমিকা সম্পর্কে নদীয়ার বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও কৃষ্ণনগর কলেজের প্রাচুর্য ছাত্র শ্রীশ্রবণজিৎ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বিশেষ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

**প্রথমেই** শ্রীবন্দোপাধ্যায় বলেন যে তাঁদের কালের  
(১৯২৪-৩২) ঘটনা তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার  
ভিত্তিতে বলতে পারেন।

তার আগের কথাও আমরা জানতে চাইলে তিনি  
বলেন যে স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসাবে তাঁর যা শোনা আছে—  
তা তিনি বলতে পারেন। তিনি বলেন যে প্রাক-গান্ধী যুগে  
বিপ্লববাদী আন্দোলন কালে (১৯০৮-১৯১৫) আলীপুর  
রোমায় মামলায় নদীয়ার নিরাপদ রায় ও কৃষ্ণনগর  
প্রমুখ অভিযুক্ত হন ও তাঁদের দ্বিপাক্ষ হয়; তাঁরা কৃষ্ণনগর  
কলেজের ছাত্র ছিলেন কিনা সঠিক তাঁর জানা নেই।

বীর বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়  
কৃষ্ণনগরে বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য যে গুপ্ত সমিতি গঠন  
করেন তাতে কৃষ্ণনগর কলেজের অনেক ছাত্র যুক্ত ছিলেন।  
তাঁদের মধ্যে সলিত কুমার চট্টোপাধ্যায়, সরোজরঞ্জন বসু  
ও বরোশুর বন্দোপাধ্যায়ের নাম শ্রীবন্দোপাধ্যায়ের জানা  
আছে, এছাড়াও অনেকে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৫ সালে নদীয়ার  
শিবপুর ডাক্তান্তি মামলায় কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র লিঙ্গত  
কুমার চট্টোপাধ্যায়, তারক দাস বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ ধৃত  
হন বিস্ত প্রামাণ্যভাবে তাঁদের দণ্ড হয় না।

শ্রীবন্দোপাধ্যায় বলেন যে Bengal Provincial Conference<sup>১</sup> কৃষ্ণনগরে শহরে তিনবার হয়—১৮৯৬  
(সভাপতি-গুরুপদ্মসন্দ সেন), ১৯১৫ (সভাপতি-মতিলাল  
যোধ) ও ১৯২৬ (সভাপতি - বীরেন্দ্রনাথ শাসমল)। এই  
তিনটি সম্মেলনে খেচাপেক ছাত্রাই। ১৯২৬ সালের  
সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণনগর  
কলেজের প্রাচুর্য ছাত্র হেমস্ত কুমার সরকার।

জাতীয় জাগরণের করি স্বদেশপ্রাপ্ত বিভেদেলাল  
নায় ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র। ১৯১৫ সালে  
কৃষ্ণনগর যৌবনায়ি আন্দোলনের বিখ্যাত ছাত্র মামলায়  
গভীরভাবে ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র।

গান্ধী-যুগে জাতীয় কংগ্রেসের ১৯২০ সালের  
নাগপুর অধিবেশনের প্রস্তাবনায়ুক্তি কৃষ্ণনগর কলেজের  
ছাত্র বিজয়লাল-মহিলাল চট্টোপাধ্যায় ভাতৃদ্বয়, রবীন্দ্রনাথ  
সরকার ও গিরিজনাথ কুণ্ড প্রমুখেরা কলেজ পরিদ্যাগ  
করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এ সময় কৃষ্ণনগর  
কলেজের অনেক কৃতি ছাত্র জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ  
জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁগ ও দুঃখবরণের পথ বেছে নিয়েছিলেন।  
তাঁদের নিষ্ঠা আদর্শবাদ ও দেশপ্রেম পরবর্তী কালের ছাত্রদের  
অন্ত্রেণা দিয়েছিল বলে শ্রীবন্দোপাধ্যায় মনে করেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে কৃষ্ণনগর কলেজের প্রাচুর্য  
কৃতি ছাত্রদ্বয় হেমস্ত কুমার সরকার (তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব  
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের P.R.S. গবেষক ও অধ্যাপক,  
দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রাঙ্গণদলের  
মুখ্য সচেতক ও নেতৃত্বীর বস্তু তথা ঘনিষ্ঠ সহযোগী) ও  
হরিপুর চট্টোপাধ্যায় (ফলিত বসায়নে এম. এস. -সি.তে  
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও আচার্য প্রফেসরচন্দ্র রায়ের প্রিয় ছাত্র,  
পরবর্তীকালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা  
পরিষদ ও ভারতীয় লোকসভার প্রাক্তন সদস্য) শ্রবণীয়  
উজ্জ্বল নাম। ১৯২০-২১ সালে অঙ্গস্ত অসহযোগ  
আন্দোলনে জেলায় নেতৃত্ব দেন হেমস্ত কুমার সরকার,  
১৯৩০-৩১ সালে অঙ্গস্ত অমান্য আন্দোলনে জেলায় নেতৃত্ব  
দেন বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এবং ১৯৩২-৩৩ সালে অঙ্গস্ত  
অমান্য আন্দোলনে জেলায় নেতৃত্ব দেন হরিপুর চট্টোপাধ্যায়।  
তাঁদের সহযোগী ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজের প্রাচুর্য  
বিপ্লবী তারাদাস বন্দোপাধ্যায়, অমিয়কুমার রায়,  
প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত (অস্তরীয়  
অবস্থায় বিলেত গমন), গোবিন্দপ্রদ দত্ত ও নৃসিংহপ্রসাদ  
সরকার প্রমুখ।

এই সময় কৃষ্ণনগরে সাধনা লাইব্রেরি, গ্যাল্লেরিক  
ক্লাব, দরিদ্র ভাণ্ডার, সংকার সমিতি প্রভৃতি সমাজসেবা  
মূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রেরা যুক্ত

শিল্পবীদের গুপ্ত সমিতির কেন্দ্র। প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসেবে শ্রী বন্দোপাধ্যায় বলেন যে বাংলার কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের জাধিকাংশই বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গোপনে, অহিংসাকে তাঁরা কৌশল (Policy) হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন-মীতি (Principle) হিসাবে নয়।

কৃষ্ণনগরে গুপ্ত সমিতির আধুনিক মোমিন পার্কে শিল্পমিতি বায়ামাদি চৰ্চা ও তৎকালীন নগেন্দ্রনগরের নির্জন প্রক্ষেত্রে শুশানে রিভলিবার ছোঁড়া শেখানো হত, গোপনে শেষা তৈরী হত। এই গুপ্ত সমিতিতে কৃষ্ণনগর কলেজের অধৈক ছাত্র ছিলেন। এই সময় কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রেরা কংগ্রেস আন্দোলনেও অংশ গ্রহণ করেন এবং দলে দলে কার্যাবরণ করেন।

শ্রীবন্দোপাধ্যায় বলেন যে তাঁদের কলেজের ছাত্রমেতা ছিলেন মহাদেব সরকার। তাঁর সহকর্মী ছাত্র উচ্চলেন জগন্মাথ ও গোপীনাথ মজুমদার আত্মবৃত্য, শ্রাবণিঙ্গ বন্দোপাধ্যায়, কেদারনাথ—কিরাতনাথ মুখোপাধ্যায় আত্মবৃত্য, অমদানল দাশগুপ্ত, অমরেশ বিশ্বাস, নারায়ণ পশুপতি, অনিল চক্রবর্তী, শশী ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, শোভিশক্র চক্রবর্তী, ধীরেন ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার (বড়), সঙ্গোয় পাল, আশুতোষ পাল, কাশীনাথ মজুমদার, ধীরেন্দ্রনাথ সাম্বাল, রণজিৎ বন্দোপাধ্যায় ও ভূপেন দাস প্রভৃতি অনেকে।

এই সময়কার কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা শ্রী বন্দোপাধ্যায় উল্লেখ করেন : ১) কৃষ্ণনগর কলেজের প্রাণেগণ কর্তৃক রাগাশাট রেলস্টেশনে সাইমন কমিশন বর্জন আন্দোলন, ২) পূর্ণ শাধীনতার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ ও প্রতাঞ্জীব কাছে প্রেরণ, ৩) ১২ ডিসেম্বর ১৯৩০ বার্ষিক প্রয়াৱৰ দিবস বর্জন আন্দোলন, ৪) এই বর্জন আন্দোলনে প্রাণ করায় ও রাজবোহের মামলায় বিচারাধীন থাকায় প্রতাঞ্জীব সরকার কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক

প্রস্তাব রাপায়মে গণ-আইন আমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি স্বরূপ গান্ধীজীর আত্মনে ২৬ শে জানুয়ারী ১৯৩০ শাধীনতা দিবসে কৃষ্ণনগর বস্তুলজ হোস্টেল ভবনে জাতীয় পতাকা (তখন কংগ্রেস পতাকাকে জাতীয় পতাকা বলা হত) উত্তোলন, ৬) সাধুবাবী ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অপরোধ (তখন সরকারী কলেজে রাজনীতি করাই নিষিদ্ধ ছিল) হরিচৰঞ্চ আঘাতিক, রঘুনন্দন বিশ্বাস ও লোকেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আধাসিক ছাত্রেরা হোষ্টেল থেকে বহিষ্ঠত, ৭) ফলে, হোষ্টেল ও কলেজে ঐতিহাসিক ছাত্র ধর্মঘূর্ণ (এবং ৮) ইউনিয়নের সভায় ডিজলি বন্দীশালায় ও চট্টগ্রামে সরকারী সময় মীতির মিল্ড করে প্রস্তাব গ্রহণ, কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রথম আপত্তি সত্ত্বেও।

১৯৩২ সালে আইন আমান্য আন্দোলনে আইন আমান্য করে সভা-শোভাযাত্রা সম্মেলন-পিকেটিং ইত্যাদিতে এবং প্রাঞ্জন ছাত্র হরিপুর চট্টোপাধ্যায় নেতৃত্বে চৌকিদারী করে বন্ধ আন্দোলনে শ্রীমারণ্ডিৎ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রেরা আংশ গ্রহণ করেন ও কারাবরণ করেন। বন্ধ বন্ধ এলাকা প্রেছে এক বিরাট কৃষক সম্মেলনে পুলিশের শুলী চালনায় সঙ্গীশ সন্দর্ব নিহত হয়ে শহীদ হন, কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র ধীরেন্দ্রনাথ সরকার (বড়) এই সম্মেলন থেকে ধূত হন।

১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনেও কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদের অবদান আছে। শ্রীবন্দোপাধ্যায়, জগন্মাথ মজুমদার ও তাঁদের সহকর্মীরা এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন ও কারাবরণ করেন। এছাড়া মনোরঞ্জন সেন, পতিতপাবন চট্টোপাধ্যায়, সুনীল হেতু, বিষ্ণুনাথ মোগনাথ মুখোপাধ্যায় আত্মবৃত্য, অনিল দে ও মোহনকলী বিশ্বাস প্রমুখ ছাত্রেরা ও অংশ গ্রহণ করেন কারাবরণ করেন।

শ্রীবন্দোপাধ্যায় আরও অনেক তথ্য জ্ঞাপন করেন কিন্তু স্থানান্তরে সেগুলির উল্লেখ করা গেল না।



# প্রথম ছাত্রীর স্মৃতি

অরুণ বালা খা

**আজ** সন্দিপ্ত ৪৫ বৎসর পরে অতীতের কলেজে আমা  
জীবনের কথা খুবই মনে পড়ছে। কৃষ্ণনগর কলেজ  
আমাকে নিয়েই সহ-শিক্ষা শুরু হয়েছিল। আমাদের সময়ে  
শিক্ষার, বিশেষত স্ত্রী শিক্ষার কোনো গুরুত্বই ছিল না।  
যাঁরা কলেজে পড়তেন, তাঁরা শখ করেই পড়তেন।  
কৃষ্ণনগরে একমাত্র মেয়েদের স্কুল ছিল লেডি কারমাইকেল।  
সেখান থেকে আমরা চারজনে Matriculation পাশ করি।  
আমাদের দু'জন সহপাঠীনী আর পড়াশুনো করেনি। অন্য  
সহপাঠীনী বদ্যও কৃষ্ণনগর কলেজে পড়বে স্থির করেও  
কলকাতার ডায়োসেসন কলেজে চলে যায়।

আমাদের কলেজে তখন অধ্যক্ষ ছিলেন মাননীয়  
রাজেন্দ্রনাথ সেন। তিনি সহ-শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী  
ছিলেন। শখনকার শিক্ষামন্ত্রী মহামান্য আজিজুল হক ছিলেন  
কৃষ্ণনগরের লোক। তিনিও স্ত্রী শিক্ষায় উৎসাহী  
ছিলেন। ওঁরা আমার বাবা স্বর্গীয় বেভারেণ্ড অবিনাশ চন্দ্র যাঁ  
মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে কৃষ্ণনগর কলেজে সহ-শিক্ষার  
প্রবর্তন করেন।

প্রথম বৎসর আমি একাই কৃষ্ণনগর কলেজের

ছাত্রী ছিলাম। অধ্যক্ষ মহাশয় আমার প্রতি খুবই সদাশয়  
ছিলেন। তাঁর চাপরাশি আমাকে সঙ্গে করে প্রতিটি ক্লাসে  
পৌছে দিত ও ক্লাস থেকে নিয়ে আসত। অধ্যাপকরাও  
আমার যাতে কোনো অসুবিধে না হয় সে দিকে লক্ষ্য  
রাখতেন। আমার প্রতি তাঁদের খুব স্নেহ ছিল। সহপাঠী  
ছেলে বন্ধুরাও আমাকে সমীহ করত, দিদি বলে ডাকত,  
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বলত। একমাত্র ছাত্রী হলেও  
আমার কোনো অসুবিধে হ্যানি। পথের বছর অর্থাৎ দ্বিতীয়  
বর্ষে আমার সেই বাস্তবী ডায়োসেসন থেকে কৃষ্ণনগর কলেজে  
পড়তে এলো। সে ছিল আমাদের কলেজের  
অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র ব্যানজীর কন্যা।  
এছাড়া আরো দু'জন ছাত্রী ভর্তি হওয়ায় দ্বিতীয় বর্ষ থেকে  
আমরা মোট চারজন ছাত্রী কৃষ্ণনগর কলেজে পড়াশুনো  
করতে থাকি।

আমার শিক্ষাশুরুদের অনেকেই বৈঁচে নেই আজ,  
তাঁদের কথা খুবই মনে পড়ছে। কৃষ্ণনগর কলেজের প্রথম  
ছাত্রী হওয়ার আনন্দ ও পৌরব বোধ করছি আজ। কৃষ্ণনগর  
কলেজের নানান কথা মিলেমিশে আমার মনে আজ এক  
বিচিত্র অনুভূতি তৈরী করছে।

## সহ-শিক্ষাঃ ছাত্রীর চোখে

আশালতা মোদক

**ক**ৃষ্ণনগর কলেজে সহশিক্ষা চালু হয় ১৯৩২ সালে।  
সেই বছর একজন মাত্র ছাত্রী ছিলেন। আমি কৃষ্ণনগর  
কলেজে ১৯৩৫ সালে ভর্তি হয়ে ১৯৩৯ সালে গণিতে  
আমার নিয়ে বি. এ. পাশ করি। তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীকামাল  
উদ্দীপ্ত আহমেদ আমাকে বিজ্ঞান পড়তে পরামর্শ দিলেও  
সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ থাকায় আমি মিশ্র কলা বিভাগে  
(Mixed Arts) ভর্তি হলাম। তখন মোট ১৩।১৪ জন  
ছাত্রী এ-কলেজে পড়তেন। সহশিক্ষা বিষয়ে তখনও  
একদমপ্রশ়ংশের মন থানিকটা রক্ষণশীল ছিল। আমি  
নিয়ে আসেন কানাকাটি কাপ কল্পনার পান্থে আমার

বাবাকে বলে তিনি মত আদায় করে দিলেন। কস্টো  
শেহবশগং, কস্টো প্রগতিশীল চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে তা'  
বলা কঠিন। বাড়ী থেকে কলেজ এক ফার্লং দূরে হলেও  
বাড়ী থেকে কেউ না কেউ কলেজ পৌছে দিতেন।

আমাদের কলেজ-জীবন পড়াশুনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ  
ছিল। সংখ্যায় নিতান্ত কম হওয়ায় আমাদের গুরুত্বই ছিল  
কম। সহপাঠী ছাত্রদের সঙ্গে হৃদাতা গড়ে ওঠার সুযোগ  
হ্যানি কারণ সেকালে এখনকার মতো মেলামেশার রেওয়াজ  
ছিল না। কলেজের সামনের ফুল বাগানে বসে

ধাপারে মেয়েদের সকলেরই খুবই উৎসাহ ছিল। আর এ-সব অলোচনার প্রায় সবটা ইহত আমাদের কলেজ স্ট্রিটের বাড়ীতে।

এ-সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলন চললেও আমরা এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিনি। অবশ্য আমাদের মধ্যে প্রাতিক্রিয় ছিলেন কেউ কেউ। সুন্তোষ সান্যাল তো অত্যন্ত প্রতিক্রিয় রাজনৈতি করতেন। অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণও করেছিলেন তিনি। সাধারণভাবে মেয়েদের এ-সব কাপারে আন্তরিক সহজভূতি থাকলেও সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখিনি। মিছিলে অংশ গ্রহণও করিনি আমরা।

শিক্ষকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ধীর ও শ্রদ্ধার ছিল। সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীকালিচরণ শাস্ত্রী এবং গণিতের অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ সেনগুপ্ত—এই দু জনের কাছে প্রাচীরিক সহায়তা পেয়েছি।

## কৃষ্ণনগর কলেজ : প্রথম নাট্য ও সাহিত্য চর্চা

**ত**ৎকালে কৃষ্ণনগর কলেজ যেমন শিক্ষা-দীক্ষায় উর্মাঞ্চিল ছিল সেই রকম কলকাতার নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে তাম মিলিয়ে নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা ছিল। প্রথম এই গভৰ্ণ-কলেজের কাজ শুরু হয় বর্তমান শুধুর্মাস (দিজেন্টেলাল) কলেজের পাশে। এই কলেজের পাশানে এক প্রশংসন প্রাঙ্গণ বা 'হাতা' ছিল। এখন সেখানে প্রশংসন এবং এই 'হাত' বা 'হাতা' থেকে হাতার পাড়া পায়ের উৎপত্তি বলে অনুমান :

নদীয়ার কৃষ্ণনগরের রাজা রাধব রায় ও তাঁদের প্রশংসনদের মানস শহর কৃষ্ণনগরে বিলোভি ধীরে নাট্যচর্চা শুরু হয়। কারণ তখন রাজ-বাজারাই ছিলেন প্রাচী-সংস্কৃতির ধারক ও ধাহক। কিন্তু কৃষ্ণনগর কলেজ তাম অংশে পিছিয়ে ছিলো না: যেখানে ১৮৭৫ সালে প্রাচী-নটী বিনোদনী দাসী (১৮৬৩-১৯৪২) প্রমুখ শিল্পীরা কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে দুর্দান্ত দালান সংযুক্ত বিশাল নাট্যমন্ডিরে প্রাম্য মঞ্চ নির্মাণ করে অভিনয় করেন। সেই সাথে তাল পাতার মাঝে সকলের স্বত্ত্বালক্ষণ ক্ষেত্রত্ত্বে সামুজিক সামুজিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে আসে।

শিক্ষকরা আমাদের সঙ্গে করে ক্লাসে যেতেন এবং সঙ্গে করে ফিরতেন। পড়ানোর ফাঁকে শিক্ষকরা বসিকতা করলেও তাঁরা চাইতেন মেয়েরা হাসবে না। তবে শ্রীবিনায়ক সান্যাল বা শ্রীসুন্দেশু দাস মেয়েরা হাসলে কিছু বলতেন না। সবচেয়ে গভীর ছিলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক হেমচন্দ্ৰ বন্দোপাধ্যায়। ক্লাসে সব শিক্ষকই পড়া ধৰতেন। বলতে না পারলে দাঢ়িয়ে থাকতে হত। এ-জন্যে প্রায় সকলেই পড়া তৈরী করে আসত।

তখন কৃষ্ণনগর কলেজের খুব সুনাম ছিল। আশেপাশে তখন আনন্দ কোন কলেজ ছিল না। বাইরের জেলা থেকেও ছাত্র আসত। তারা ছাত্রাবাসে থাকত। প্রতি বছর ২৮ নভেম্বর পুরুষিলান উৎসব হত এবং সেই হত পুরুষার বিতরণ অনুষ্ঠান। সে সব আনন্দের দিনের কথা এখনও মনে পড়ে।

**রঘুবীর নারায়ণ দে**  
কারণ কলকাতা আগস্ট বছোন্তি অধ্যাপক এই কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। যে ধারা এখনও আব্যাহত।

১৮৭০ সালের ১৭ই জুলাই আর একদল ছাত্র কৃষ্ণনগরে অভিনয় করেন 'নীলবন্ধু মিত্র' (১৮৩০-৭৩) রচিত নাটক 'নীরীন তপস্থিতি'। তখন দীনবন্ধু মিত্রের জীবনের প্রায় শেষ দিক। যতদুর জ্ঞান যায় এই অভিনয়ই নদীয়ার প্রথম মঞ্চাভিনীত বাঁচা মাটিক এবং তৎকালে অধ্যাপকদের উৎসাহে ছাত্র অভিনেতাদের দ্বারা অভিনীত নাটক। আর নীলবন্ধুর কাহিনী যা নদীয়ার ঘটনা কেন্দ্রিক এবং নাট্যকারণ তৎকালীন ব্যতুর নদীয়ার অধিবাসী— এটা কলেজের গৌরবের বিষয়।

পরবর্তী পর্যায়ে সেই ধারা অব্যাহত রাখতে অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে বছ নাটক মঞ্চ হয়েছে এবং সাহিত্য চর্চার অঙ্গ হিসাবে প্রায় প্রতিবছরই তথ্যসমূহ কলেজ-পত্রিকা প্রকাশ হয়ে থাকে। দেওয়াল পত্রিকাও (ভাস্তু) প্রকাশ হত আমার ছাত্রাবস্থায়। আশা করি লক্ষ্মিনাথ সামুজিক ও নারায়ণীর ক্ষেত্রে ধারা তাৰাবচত থাকবে।



## দ্বিতীয় ছাত্রীর কথা

সামনা হব

**তা**জকের এই বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের কাছে, অতীতে  
এই কলেজের প্রত্যেক শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের  
ভেতর কি ইধুর সম্পর্ক ছিল এবং এই কলেজের ভেতর  
বিভাগে এগুলি একাধিক পরিবারের মতন থেকেছি সেই  
কথাই খলে যাই।

প্রথম যখন গোচি-যে কারণেই হোক, সেরকম  
কোনও মুদ্দাতার আভাস পাইনি—এবং ছাত্রের বহুকর্ম  
আলগা চিনারায়িত করত—কিন্তু পরে তারাই সুখে দুঃখে  
পালন ঘোষণা।

১৯৩১ সালে বাবা শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন কৃষ্ণনগর  
কলেজের আধার হিসাবে যোগদান করেন। তিনি যদিও  
শুধু ছাত্রাঙ্গী ও শপ্টার প্রকৃতির ছিলেন এবং বিলসবর্জিত,  
প্রাচীয় শিক্ষা এবং আদর্শ শিক্ষকের দ্বারা তাঁর ছাত্রদের মনে  
নেওয়ে পেটেন, তথাপি আনন্দিকে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের প্রতি  
কি আত্মিক অপত্তি স্নেহ ভালবাসাতে ছিল সে কথাও  
অবশ্য অজ্ঞান ছিলনা। স্নেহ জীবনে কর্মক্ষমতা ভীমনের কথা;  
তাঁদেশ ছাত্রছাত্রী বেশি শোনা—তাঁর কর্মসূল জীবনের কাহিনী  
কাহিনী শোনা জানেন।

তিনি নারীশিক্ষার প্রসার ও সাদের মহান বিকাশের  
পথে মুশকগরে প্রথমেই ছাত্র-ছাত্রীর সহশিক্ষাব (Co-  
education) প্রদর্শন করেন। প্রথম ছাত্রী ছিলেন শ্রীমতী  
সুব্রতী পুষ্পকুমাৰ খান—এবং এই প্রবর্তন প্রথমে কলেজে এবং  
কলেজ পরিদেশে আদরে গৃহীত হয়নি। কিন্তু বাবার একনিষ্ঠ  
যোগী এবং কলেজে গভর্নিং বডির সহায়তায় কলেজে  
Co-education চালু হল। আজ এই কলেজে কত ছাত্রী  
পাঠ্যশাস্ত্র করছেন শুনলে ও দেখলে আগ্রাম করে যায়।  
আগ্রাম, কলালনী বিশ্বাস ও প্রতিমা সরকার ছিলাম দ্বিতীয়  
যাতেন ছাত্রী। এই সময় অনেকের মজার মজার ঘটনা ঘটেছে।  
যেখন আমাদের জন্ম করার জন্ম বেঁকে বিচুটি পাতার রস  
পান্তিশে গাথা, Cycle-এর Pump-দিয়ে অধ্যাপকদের  
পান্তিশে খাগড়ের শুলি ছেঁড়া ইত্যাদি। এখন এসব কথা  
শব্দে ফেলে থাপি পায়।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা না বলে পারছি না।

বাতি জুলিয়ে “ভজা” বেশ দোকান খুলে বোসল। দেখক  
বেশ চলছে—“ভজা” সকলের বেশ প্রিয় হয়ে উঠল  
হঠাৎ দেবা গেল “ভজা” হলুদ বাতি জুলিয়েছে—বিন  
ব্যাপার? ভজা বলে ধারের অংশ বড় বেশী হচ্ছে কিনা—  
কি করা যায়? বাবা ভজা আবেদন ও নিবেদন সকলা বে  
জানালেন ও বোঝালেন। আমরা যতদীন ছিলাম—ভজ  
কথনও “সবুজ” কথনও “হলুদ” বাতি জুলিয়ে চলেছিল  
কিন্তু আমরা ১৯৩৪ সালে বাবা অবসর গ্রহণ করার  
কলকাতায় চলে এলাম—পরে শুনলাম ভজা “লাল” বাতি  
জুলিয়ে কাঁপি বক করতে বাধা হয়েছে এবং সেই সুস্থান  
সিঙ্গার্ড আব কলেজের কাছে নেই। তবে এ স্থানও ভোগার  
নয়।

এই পুরাণো দিনে আমাদের সব অধ্যাপকদের  
কথাও ভুলতে পারিনা। যাঁদের শেখ ও ভালবাসয় আমাৰ  
জীবনকে অনেকখানি ধিরে আছে এবং কথনও তাঁদের  
ভুলতে পারব না। যেমন—প্রাদ বন্দোপাধ্যায়, তাৰকনাথ  
তালবন্দী, সত্তাশৱল কাহলী, বিভূতি সেনগুপ্ত, বিশ্ব সেন,  
অমোদেন্দু ঠাকুৰ, বিনায়ক সান্যাল, আবও অনেকের কথাই  
মনে হচ্ছে কিন্তু পুরো নামগুলি মনে পড়ছে না। তাই আজ  
দিনে পারছিন।

কলেজের ভিতর প্রায়ই গান, বাজনা ও নানারকম  
উৎসব চলে—তাতে চাপরাশি দারোয়ান, মালি, ছাত্র-  
ছাত্রী, Governing Body's Members, Magistrate,  
S.D.O., S.P. ডাক্তার সবাই সহযোগিতা ও যোগদান  
করতেন।

College Building-এর এক অংশ Principal's  
quarters ছিল। বিবাট বিবাট ধৰ। তবে Electric ছিল না;  
বোজ ছিলেদের Foot Ball খেলা হোত—সব সময় Foot  
Ball Ground-এ গিয়ে খেলা দেখার অনুমতি পেতাম...  
তাই ছাদে বসে পড়াশুনা ফৰাকি দিয়ে খেলা দেখতাম...  
তাও যে কি আনন্দ ছিল! গ্রহণাগার ছিল, কিন্তু Librarian  
ছিলেন না—অধ্যাপকরাই পরিচালনা করতেন—এবং  
অধ্যাপক বিনায়ক সান্যাল গ্রহণাগারের charge-এ ছিলেন:

## ফিরে দেখা

অনিল বিশ্বাস

বদলে গেছে মানচিত্র। নদীয়ার শিক্ষার। ৩০-৪০  
বছর আগে শিক্ষার দিক থেকে খুবই অনগ্রসর ছিল নদীয়া।  
শুধু নদীয়া কেন, মুর্শিদাবাদের টিক্কাও ছিল এক। তখন  
নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদের ছেলে-মেয়েরা প্রধানত দুটি  
কলেজকে বেছে নিত। বহুরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ ও  
কৃষ্ণনগর গভর্নেমেন্ট কলেজ। বহু দূর-দূরাঞ্চ থেকে ছেলে-  
মেয়েরা বহুরমপুর ও কৃষ্ণনগরে পড়তে আসত। আসতে  
বাধ্যও হত। পড়াশোনার মান এখনে ছিল যথেষ্ট ভাল।  
কিন্তু ছেলে মেয়েরা এসে খুবই সমস্যায় পড়ত। থাকার  
সমস্যা। খাওয়ার সমস্যা। থাকা-খাওয়ার পিছনে যে খরচ  
তাও তো জেটিনো মুশকিল, অনেকে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন  
মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে। তখন জেলায় শুধু কলেজ নয়,  
স্কুলও অনেক কম ছিল। আবার সেই সব স্কুলের স্কুল  
ফাইনাল পরীক্ষার সিট পড়ত অনেক দূরে। আমি নিজে  
ছিলাম করিমপুর জগন্নাথ হাইস্কুলের ছাত্র। স্কুল ফাইনালে  
আমার সিট পড়ে মুড়াগাছা হাইস্কুলে। করিমপুর থেকে  
মুড়াগাছা প্রায় ৭০ মাইল দূরে। ফলে থাকতে বাধ্য হত  
পরীক্ষার্থী। হোস্টেল তো তেমন ছিল না, কারও বাড়িতে  
বা হোটেলে থাকতে হতো পরীক্ষার্থীদের। একটা কঠিন  
অবস্থা ছিল তখন। এখন স্কুল বেড়েছে, বেড়েছে কলেজও।  
হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে  
পড়তে আসে স্কুল-কলেজ।  
পড়ার স্থোগও বেড়েছে।

আমাদের সময় গভর্নেমেন্ট কলেজে পড়াশোনার  
মান ছিল ভীষণ ভাল। যদিও বিষয় কম ছিল। কিন্তু  
প্রতিবারই কিছু না কিছু ছেলে ভাল ফল করত। তখন  
অধ্যাপকরা এখনে থাকতেন। মেস বরে অর্থবা হোটেলে।  
তাঁরা বাস্তিগতভাবে নজর দিতেন ছাত্রদের পড়াশোনার  
ব্যাপারে। খোঝখবর নিতেন কে কেমন পড়াশোনা করছে।  
অনেক সময় তারা 'নোটস' ও তৈরি করে দিতেন। অধ্যাপক  
সুনীল চট্টোপাধ্যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক অনিল সাহা,  
বাংলা অধ্যাপক সুধীর কচ্চিত্বা-র নাম এ প্রসঙ্গে মনে  
পড়ে। এই অধ্যাপকেরা অনেকে বাধা রাজনীতির বিরোধী  
ছিলেন। কিন্তু আমাকে অত্যন্ত মেহে করতেন। কেমন

শুরু করে দিয়েছেন তিনি, আমার পড়াশোনার ব্যাপারে।  
ছাত্রের পরীক্ষা, কী ভাবে পরীক্ষা দেবে সে, তাই অধ্যাপক  
হাজির জেলের গেটে। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল  
ছাত্র ও অধ্যাপকদের। আমার এই শ্রেণীরের আগে অধ্যাপক  
অমিয় কুমার মজুমদার আশ্রয় দিয়েছিলেন তার কোয়ার্টারে।  
পুলিসকে চুক্তে দেন নি। যদিও বাজনেতিকভাবে মতপার্থক্য  
ছিল আমাদের সঙ্গে। আসলে অধ্যাপকদের ধারণায় ছিল—  
আগে ছাত্র পর আনাকিছু। আরেকজন অধ্যাপক ছিলেন  
ফৌজবুণ মুখার্জি। তিনি ছিলেন আমাদের মতের বিরোধী।  
কিন্তু তাঁর মেহের কথা কখনও ভোলা যাবে না। সহিষ্ণুতা  
ছিল তাঁর মতের ও মতপার্থক্যের ক্ষেত্ৰে।

১৯৬০ সালে কলেজে ভর্তি হই আমি। প্রি-  
ইউনিভার্সিটি পড়তে। পরে পড়ি বাস্ট বিজ্ঞান, অনার্স।  
আমাদের সময়েই প্রথম 'অধ্যনিতি' থেকে আসলো হল  
'রাষ্ট্রবিজ্ঞান'। আমরা চারজন সেবার 'অন্সের্স' প্রতি। আমি  
অন্যান্য পরীক্ষায় খুবই ভাল ফল করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান  
পাই। এই কলেজের সঙ্গে আমার বাজনেতিক জীবনের  
একটা বড় অধ্যায় মুক্ত। ওখানেই ছাত্র রাজনীতি বেশি  
করি। পরে চলে আসি কলকাতায়। শুধু আমি নয়, এই  
কলেজ থেকে নদীয়া জেলার ডান-বাম সব পক্ষের বড়  
নেতারাই পাশ করেছেন। আর সময় আমাদের সময় ছাত্র  
সংসদ শুধু বাজনীতি নয়, পড়াশোনার ক্ষেত্রেও একটা  
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করত। ১৯৬৩ সালে কৃষ্ণনগর  
গভর্নেমেন্ট কলেজ ছাত্র সংসদৈ সর্বপ্রথম প্রস্তাৱ নেয়—  
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাসে লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'  
পড়ানোৰ। আমিই সে প্রস্তাৱ আনিলাম একই সঙ্গে দাবি তুলি,  
প্রশাসনিক বিষয় থেকে 'ধৰ্ম'ৰ পরিচয় বাদ দেবার। পরে  
দুটোই কাৰ্যকৰ হয়েছে। তখন ছাত্রসংসদ ছিল ছাত্র পৰিষদের  
দখলে। কিন্তু প্রস্তাৱ পাসে তাৰা বাধা হয়নি। বৰং সাহায্যই  
করে এবং একই সঙ্গে সেদিন পাস হয় গান্ধীৰ অৰ্থনৈতিক  
নীতিকে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত কৰাৰ প্রস্তাৱও। কলেজে  
নিয়মিত বিশ্ব, তাৎক্ষণিক বস্তুতা ও সন্তোনুষ্ঠান হত।  
ছাত্রদের এ সব অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। তাৰা  
জনক স্বাক্ষৰ এবং মিল। আবেক্ষণ্য ঘটনার কথা বলে শেষ

# আমাদের গবের কলেজ

প্রভাত সেন

অনেকগুলো দিন কেটে গেল এই কলেজে। গবের কলেজ আমাদের। দেড়শ বছর হয়ে গেল তার। দেশ-বিদেশের নানা থাত্তে ছাড়িয়ে আছেন এই কলেজের ছাত্রব। হাতবের সঙ্গে আমাদের, অশিক্ষক কর্মীদের, প্রতিনিয়ত যোগাযোগ। তাদের মুখে দৃঢ়ত্বে আমরা থাকি—তারাও। অধ্যাপকদের পাশেও আমাদের সম্পর্ক নিবিড়।

আমরা একটা পরিবারের মত আছি কলেজে।

দেড়শ বছরের আমরা চাই আমাদের পরিবারে নতুন সংযোজন হোক— স্নাতকোত্তর শাখা। কর্মসংখ্যার অভাব ঘুরুক, কলেজের নতুন ভবন হোক—যাতে, সেখানে পরীক্ষা নেওয়া যায়, করা যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। একই সঙ্গে প্রস্থানের সম্পর্কবিন্নের কাজও তাড়াতাড়ি হওয়াটা আমরা চাইছি। আর এই সব চাওয়া যত তাড়াতাড়ি পূরণ হয়, ততই আমাদের মঙ্গল—মঙ্গল, কলেজের—মঙ্গল শিক্ষার।

## কলেজ সম্পর্কে কয়েকটি কথা

পার্থ মুখার্জি

দেড়শ বছরের প্রতিহ্যমন্ত্রিত আমাদের মহাবিদ্যালয় বাংলার শিক্ষাপ্রস্তুতির ইতিহাসে এক হ্রাসকরে লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সাধা ভাবতের দিক্কিদিক্কে ছাড়িয়ে রয়েছে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীব। অর্তাতে এ প্রতিহ্যায়ই আমরা আজকের প্রজন্ম তাই পরিত আমাদের শূরসূরীদের পৌরুষ গাঁথা শ্বরণ করে।

আগামিক আবস্থায় যোগাযোগের অভাবে এবং আমাদের দেড়শ বছরের উদ্যাপন কমিটির সামগ্রিক প্রস্তুতি ৩ পরিবর্ধনার প্রার্থী কথা স্থীরীকরণ করে নিয়ে একথা বলতে চাহিল নেই। কে উৎসব উদ্যোগে আমাদের প্রচেষ্টা যথোচিত উচ্চাসন প্রাপ্ত করতে পারেন। সরকারী অনুদানের বিস্তৃত প্রয়োজন এই উচ্চাসনে আনেকখনি শক্তিহীনতার জন্য দায়ী।

দেড়শ বছরে এই মহাবিদ্যালয় সরস্বতীর শ্বরণে মনেক পুঁজি উপহার দিয়েছে, সৃষ্টি করেছে অনেক স্বফলোর ধৰ্মীয়ান, উত্তিয়ে দিয়েছে বিজয়ের বৈজ্ঞানিক শীড়াজন্মে এবং সংস্কৃতির নানা দিগন্তে। শিক্ষাক্ষেত্রে কংবিদাসীগুলি এই মহাবিদ্যালয় উপহার দিয়েছে সমগ্র বাংলার শুধু উচ্চশিক্ষকবারী তার সন্তানদের, যাঁদের মধ্যে গনেকেই আজ পটুনাবহুল কর্মজীবনে দায়িত্বশীল নানাপদে প্রতিষ্ঠিত থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রশাসন, বিচার বিভাগ এবং ধৰ্মীয়ান ও পথ্যত্বির নানা ক্ষেত্রে অথবা শিল্প-সাহিত্য।

শিক্ষাব্যোঁ, প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীবুন্দ সকলকে জানাই আমাদের শুধু প্রাপ্তি ও কৃতজ্ঞতা, শ্যারণীয় এবং বৰণীয় সকল প্রাক্তন শিক্ষাক ও শিক্ষাপ্রতি ও শিক্ষানুরাগী সকলকে জানাই আমাদের শুধু ও প্রণাম।

এই শুভ উৎসবের শুভ মুহূর্তে আমাদের মহাবিদ্যালয়ে যাত্রা শুরু করেছে। ভূগোল বিভাগের স্নাতক সাম্মানিক স্তরের পঠন-পাঠন আর আলোচনার দিগন্তে রয়েছে এই মহাবিদ্যালয়কে স্বশাসিত করার পরিকল্পনা। আমরা বিষয় এই উদ্যোগে যে দেড়শ বছরের এই প্রতিহ্যাবাহী মহাবিদ্যালয়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক চূত করে অপেক্ষাকৃত নবীন এবং পরিকাঠামোর অভাবে পীড়িত কলামার্টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে যুক্ত করার পরিষেবনা। আমরা এই ধরনের উদ্যোগের প্রতিবন্দী।

এই মর্যাদাপূর্ণ মহাবিদ্যালয়কে স্নাতকোত্তর স্তরের স্টেন-পাইনের জন্য নির্দিষ্ট করার নীতিগত আলোচনা দীর্ঘদিনধরে কলেজে আমরা এর আশে ক্ষোঙ্খণ কামনা করি।

দেড়শ বছরের উদ্যাপন অনুষ্ঠানে বর্তমান ছাত্রছাত্রী ও ছাত্রসংসদের সক্রিয় ভূমিকা সহযোগিতা ও গোষ্ঠীবিক প্রয়াসের কথা উল্লেখ না করলে এই প্রতিবেদন



## আমাদের ভাবতে হবে

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্ৰ রায়

শৰীরিক পরিশ্রমকে ঘৃণা কৰিও না। ‘‘শৰীরমাদ্যৎ খলু ধৰ্ম সাধনম্’’ পরিশ্রম কৰিলে মানুষ ছোট হয় না। নৌচুলে জমিলেও মানুষ নীচ হয় না। পঞ্চম বেদ মহাভাবতে দেখিতে পাই, মহাবীর কৰ্ষকে যখন সৃতপুত্র বলে ঠাট্টা কৰা হয়েছিল, তখন কৰ্ণ গৰ্বভরে উত্তর কৰেছিলেন, ‘‘সৃতো বা সৃতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবামাহম, দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম মদায়ত্ত হি পৌরূষম্।’’ বৈশম্পায়নও মহাভাবতে বলেছেন—

‘‘ন কুলেন ন জাতো বা ক্রিয়াভীরাক্ষণো ভবেৎ।  
চড়ালোহপি হি বৃত্তস্থো ব্রাক্ষণঃ স যুধিষ্ঠিরঃ।’’

আমি নয় বৎসর বয়সের সময় কলিকাতা যাই—  
শীতের সময়—গৃহীতের সময় ‘এক মাস করে’ ছুটী ছিল।  
বাড়ী এসেই কোদালি ধৰতাম। যত নারিকেল গাছ আমার  
বাড়ীর চারিপাশে দেখ, এই হাতে তাদের পুতেছি, চারা  
বাঁচাইয়া বড় গাছ করেছি। বাগানের জন্য আমার নেশা  
ছিল—মদের বোতলের উপর মাতালের নেশার মত।  
নিজের হাতে বেড়া ঘিরেছি। বাবার অবস্থা নেহাঁ মন্দ  
ছিল না, লোকজনও যথেষ্ট ছিল। সঙ্গতিপন্থ লোকের ছেলে  
বলে হনে কখনও এমন হয়নি যে পরিশ্রম কৰতে নেই।  
আমাদের কেম এমন হয়?

বিলাত যাইতেছিলাম। তোমরা বোধহয় যাপে  
মাল্টা দীপ দেখেছ। মাল্টা হইতে একজন ঝঁঝেজ জাহাজে  
উঠেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপে ফুটবল খেলার কথা হইল।  
মাহোর জন্য খেলার কথা বল্পেই তোমরা ধরে বস ফুটবল।  
তিনি বলিলেন, ‘‘ফুটবল স্বাস্থের পক্ষে আদৌ উপযোগী  
নহে’’। একে ত অতিবিক্ত পরিশ্রম—তাহাও আবার  
শৰ্মজনের হয়—এগার দুঙ্গে বাইশ জনের মাত্র। কিন্তু  
শ্রিশ, চলিশ, পঞ্চাশ হাজার লোক জড় হইয়া কেবল ঘৱা  
দেখে। পাড়াগাঁয়ে এমন কেউ নেই যার বাড়ী দু'কাঠা পাঁচ  
কাঠা জমি নেই। অনেকের দু'দশ বিঘা ও আছে। যদি  
কেবল নিয়ে সকালে আধ ঘটা ও বিকালে আধ ঘটা

করতে পার ভাব দেখি। কচু বেঙ্গল কত করতে পার—  
একটা লাউ গাছ কর—কত কুড়ি লাউফলে। ছেট বের  
দিয়ে একটা সিম গাছ করে, উপরে একটা মাচা দেও ও  
গাছের গোড়ায় সাব দেও ত দেখবে গাছের ‘ভাল ধাত’  
হবে—কত হাজাৰ সিম ফলে ভাব দেখি?

আমাদের ছেলেবেলায় শুনেছি—মা’ প্রায়ই  
বলতান—“ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বাপিজোৱ সোনা”। খুব কঠোৱ  
পরিশ্রম কৰে মানুষ হতে হয়: আৰ নিজেৰ পরিশ্রমেৰ  
অর্জিত দ্রব্য দেখিতে ধৰত সুন্দৰ, খাইতে কত মিষ্ট, কুপ্পে  
সেগুলি অনুপম, ঘুণে আতুলনীয়।

অনেকে ধৰে থাই কি? কিন্তু আমি বলি পৰিপাক  
কৰিব কি প্ৰকাৰে ? ইহাই থুক হওয়া উচিত। আমাদেৱ ধাৰাৰ  
জিনিসেৰ অভাৰ; আৰহাৰ ভাল নহ; তা বেশ। ফ্যানে ফানে  
ভাত খাও। সিৰি পয়সা খৰচে বেশ সাৰবান জলখাবাৰ  
হয়। দুই আনায় এক সেৱ ছেলা। এক মুঁঠি ভিজালৈ  
যথেষ্ট। একটু আদাৰ সঙ্গে খাইলে এক পোয়ায় সাতদিন  
চলে। এৱাপ খাদ্য কি শুচি না সন্দেশ? ইংৰেজীতে ইহাকে  
‘পারফেক্ট ফুড’ ধৰে। লঞ্চপুঞ্জীয়া সময় তোমৰা মুগেৰ  
অদুৰ খাও। ঐৱাপ অদুৰ খাইতে পাইলে শৰীৰ বিশুণ  
সহল হয়। উহাতে ভাট্টাচার্য, বলে এক প্ৰকাৰ জিনিস  
আছে, তাহা শৰীৰ গঠনেৰ পক্ষে বিশেষ কাজ কৰে। সিকি  
বা আধ পয়সা বায় সকলৈই কৰিতে পাৰে। কিন্তু সে সব  
খাবাৰ এখন উঠিয়া গিয়াছে। ভাল ভাল গৃহহৃ বাড়ী য়ই  
ভাজাৰ ধান বাখা হয়; ৰেহঁৰা মুড়িৰ চাউল তৈয়াৰ কৰিতে  
জানেন। আজকালোৱ বউয়া শুচি ও হলুয়া তৈয়াৰ কৰিতেই  
জানেন। সে কালোৱ সংস্থা অথচ সাৰবান খাবাৰ তাঁহাদেৱ  
নিষ্ঠত অতি নিবৃষ্ট। ধৰি গুড়, মুড়িৰ সহিত মৌৰোলা গুড়েৰ  
চাকুতি যা আৰি এখন খাই অতি উত্তম খাবাৰ। নিজেৰ  
হাতেৰ পোতা কলা আৱে মিষ্ট, কথায় বলে ‘আপন হাত  
জন্মাথ’!



নবাব হবে। খাসা টেক্টি, তাম্বল রাগে রক্ত অধর, কি নধর দেখানি। মা-বাপ কষ্ট কষ্ট করে খৰচ পাঠান, আৰ তোমৰা সহৱে সিনেমা ও থিয়েটাৰে গিয়া— আৰ এখন পাড়ায় পাড়ায় রেঁড়োৱা হইতেছে, সেখনে যাইয়া চপ কাটলো— অনেক সময় আৰ্পণা মাংস প্ৰভৃতি খাইয়া, সেই অৰ্থেৰ কি সন্ধাৰহার কৰ? শ্ৰীশ্বাকলে আড়ডা, তাস, দিনেৰ বেলায় ঘূম। দৈহিক পৰিশৰ্মায়ে পাপ, হীনতা বোধ কৰ। যাৰা দু'পাতা পড়েছে তাদৈৰ রোঞ্জাগৱেৰ ক্ষমতা নাই; কিন্তু কাজও কৰ না। তোমৰা লেখাপড়া শিখছ, ডিগ্ৰি পেলেই তোমাদৈৰ শিক্ষা ফুৰাল। কিন্তু তা নয়। লেখাপড়া শেখে কেন? দুনিয়াটা চক্ষ মেলে প্ৰযুক্তিভাৱে দেখাৰ জন্য। প্ৰকৃতিৰ সহিত চাকুৰ পৰিচয় হওয়ায় জন্ম। কিন্তু ত কৈ? পশ্চে ও মনুযাহে প্ৰতেদ কি? আশৰাৰেছেলেবেলায় প্ৰামেৰ প্ৰজাদৈৰ বলতে শুনেছি “আশৰাৰ চোখ থাকতে কানা।” সত্যই অশিক্ষিত লোকগুলি পশুৰ মত—“জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।”



একটু কষ্ট কৰতে হবে। ইংলণ্ডে ১৫০ বৎসৱ পূৰ্বে ভোঁ ভোঁ ঝৰে চৰকাৰ চলত। কামাৰ হাতুড়ি পিটত। কৃত বিনিজ রঞ্জনী শাটুইয়া, গতৰ খাটীয়া, লোকেৰ অংশ সংস্থান কৰিতে হইত। গৰুৰ রাখাল পৱে কঘলাৰ থনিৰ কুলি ষিফেন্সনু লোকোমোটিভ ছিম ইঞ্জিন অৰ্থাৎ গতিশীল রেলগাড়ী আধিক্যাবলী কৰেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন না! তাঁৰ ছিল গাথা আৰ শক্ত খাটা খাটুনিৰ দেহ। জেম্স ওয়াট তথাৰ পূৰ্বে—ষাঁমেৰ শক্তিৰ আবিষ্কাৰ কৰেন। এই দুঃগুনেৰ উদ্ধাৰণী শক্তিৰ দারা বেলওয়ে শীমাৰ হল। তোমৰা বৈ সুখস্ত কৰে আৰ কেৱাণীগিৰিৰ দৰবাৰ কৰে এই উৎসাহ পৰিঅৰ্থী জাতিৰ সহিত টুকু দিয়ে কি কৰে পাৱে? বেলওয়ে ষাঁমারেৰ সহিত কলাৰ ভেলা কি প্ৰতিযোগিতা কৰতে পাৱে?

“সুতা ঝাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভাৱ, জোলা কৰ্মকাৰ কৰে হাহাৰুৰা!” আজকল লাখ লাখ কৰ্মকাৰেৰ অন্নকষ্ট। ‘বুদ্ধিবৰ্ষ থাকাং তস্য।’ আজ যদি আমাদৈৰ ঘৱে ঘৱে চৰকাৰ প্ৰচলন থাকত এবং সেই সুতোৱ যদি জোলা তাঁতি কাপড় বুনিত তবে বক্ত কোটি টাকা দেশে থাকত। এই বুদ্ধি

আপনা হইতে খেলে না। হাতে কলমে কাজ কৰতে কৰতে খেলে—‘কৰ্মণা বৰ্ক্কতে বুদ্ধিঃ?’ কিন্তু কাজ তোমৰা কৰবৈ না। তোমাদৈৰ সন্মানেৰ আদৰ্শ বড় আশৰ্চৰ্যজনক। যদি কুড়ালি মাৰ, কট ফাড়, “খাইৰ” হাতে কৰে মাছ আন, ভাৰবে আমায় বুঝি লজ্জা পেতে হ'বে।

বাংলাদেশেৰ হাজাৰ ত্ৰিশেক ছেলে কলেজে পড়ে, আমাৰ মনে হয় যদি পাঁচ হাজাৰ বাচা বাচা ছেলে কলেজে পড়িত, তা হলৈ ভাল হ'ত। পাশ কৰে চাকৰি কয়জনেৰ জুট? মৃতন ডিপার্টমেন্ট হইতেছে না, বৰং সৰ্বৰত্তী ব্যয় সংকোচেৰ ডাক হাঁক চলিতেছে। যে কোনো অফিস বল, একবাৰ একজন চুকিলে আৰ জাহাগা কই? একজন না মাৰিলে ত আৰ ভায়গা হয় না! আৰ এদিকে দেখ কৰ শক্ত শক্ত গ্ৰাজুয়েট বসে আছে—সৰ্বৰত্তী চাহিদাৰ চেয়ে আমদানী বৈশী। ত্ৰিশ বৎসৱ পূৰ্বে ব্ৰাহ্মণ কায়স্ত বৈদেৰে মধ্যেই লেখাপড়া শিক্ষাৰ একটা প্ৰবল আকাঙ্ক্ষা জোগেছে। পনেৰ বিশ হাজাৰ ছেলে মাটিক দেখ\*— এত ছেলে কেবল চাকুৰীৰ জন্য লেখাপড়া শিখিতেছে, কি ভয়ানক কথা!!!

লেখাপড়া শিখলৈই যে চাকৰী কৰতে হয় তা নহয়। বুদ্ধি বুদ্ধিকে একটু মাৰ্জিত কৰা। দেশেৰ ও দুনিয়াৰ সমস্ত খবৰ বাখা—এই সব লেখাপড়াৰ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এদেশে শক্তকৰা সৰ্বশুদ্ধ পাঁচজন \*\*মা৤্ৰ বৰ্ণজ্ঞানবিশিষ্ট, কিন্তু জাপানে শক্তকৰা ১৮, আমেৰিকায় শক্তকৰা ১০০ জন বল্লেও হয়, তাৰা কি কেবল চাকৰি কৰে? বেঞ্জামিন ফাল্কলিনেৰ কথা শুনেছ— তিনি নিজেৰ জীৱনস্থৃতি লিখে গেছেন: আমেৰিকা যখন স্বাধীনতাৰ জন্য ইংৰেজদেৰ সহিত যুদ্ধে বৰত ছিল, তখন জৰ্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধক্ষেত্ৰে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, আৰ ফাল্কলিন দৌত্যকাৰ্যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন বলে স্বাধীনতাসমাৱে বিজয়লক্ষ্মী আমেৰিকাৰ অঙ্গশায়নী হয়েছিলেন। কিন্তু শেষোভ মহাপুৰুষ নিজেৰ চেষ্টায় ও অসাধাৰণ বুদ্ধিবলে লেখাপড়া শিখেছিলেন। অতি সাধাৰণ অবস্থাপৰ ঘৱে ঈহাৰ জন্ম। স্কুল কলেজে কড়াকু শিক্ষা হয়? আমাৰ নিজেৰ লেখাপড়া বিদ্যাবুদ্ধি যদি স্কুলে কলেজে একগুণ হয়ে থাকে তবে নিজেৰ চেষ্টায় সহস্রগুণ

হয়েছে। রামতনু লাহিড়ীর জীবনী পড়েছ? কৃষ্ণমোহন খন্দোপাধ্যায়ের জীবনী পড়েছ? কি কষ্ট করেই এঁরা লেখাপড়া শিখেছিলেন। পরিশ্রমের কাজ করিলেই যে লেখাপড়া হয় না, ছেট হয়ে যেতে হয় তাহা তোমরা ধলতে পার না। পদ্ধিত শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণমোহন খন্দোপাধ্যায়ের জীবনী সহজে লিখেছেন। বিদ্যশিক্ষা সমষ্টক্ষে তাহার যেরূপ আশচর্য অধ্যবসায় ছিল তা শুনলে অবাক হতে হয়। কোন দিন অন্ন জুটিত, কোন দিন জুটিত না। সে অন্য তাঁহাকে কেহ কথনও বিমর্শ দেখিত না। একবেলা তিনি নিজে রাঁধিয়া মাকে অবসর দিতেন। মা সেই সময় খাথা সেলাই করিয়া পয়সা রোজগার করিতেন।

তোমরা বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়েছ? কত শারীরিক পরিশ্রম তাঁকে করতে হ'ত। ভাত রেঁধে সকলকে খাওয়াহিয়া তবে স্কুলে যেতে হ'ত তোমরা ভাব বাড়ীর মাজ করতে হলে আর পড়া হয় না শিক্ষা নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। স্কুল কলেজে শুধু কোন পথে যাবে তাই দেখে নেওয়া, হাঁটিতে হবে তোমাদের।

যদি এক বিষয়ে বুদ্ধি একটু কম খেলে হতাশ হেও না। যে যে-বিষয়ে পার এগিয়ে যাও। আমাদের পঁশের সকলেই আকে খাট ; কিন্তু ইতিহাস সহিত্য প্রভৃতি আমাদের বড়ই প্রিয়। আমার কনিষ্ঠ পূর্ণ সন তারিখ সূর মণি রাখতে পারে; কাহার সহিত কোন সনের তারিখে যাবা হয়েছিল, বাংলায় কোন সাহেবের আমলে কোথা কৈত কোন পর্যন্ত প্রথম রেললাইন খুলে ছিল, কোন সন আম তারিখে কাহার ছেলের জন্ম, মেয়ের বিবাহ, বাপের মাঝে হয়েছিল সমস্ত পূর্ণ কাছে জিজ্ঞাসা করিলেই বলতে পারে। আমার দুদ্দু যখন যাঁস্টের স্কুলে পড়তেন, তখন তাঁ বহুব করে বলতেন ইতিহাস হলো ইতি হাস, আর পার্থমাটিকসু না— মাথায় মাটি। লার্ড বাইরেণ একজন জু ইংরেজ কবি, জ্যামিতির পঞ্চম প্রতিজ্ঞা কিন্তু তাহার আধাৎ চুকিল না। স্যার ওয়াল্টার স্কট একজন বিখ্যাত ধনী— লেখক— এরূপ লেখক এ পর্যন্ত জন্মে নাই হেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি একাধাৰে কবি ও

তাঁহার শিক্ষক অঙ্গ কষাইতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, "Dunce he was and dunc he would remain".

খাদ্যের অভাবে আমাদের প্রকৃত লেখাপড়া হয় না তা নয়। চেষ্টার অভাবই মূল কারণ। পাড়াগাঁয়ে কত ভুল খাদ্য— মুড়ির চাকতি, মনেন গুড়। 'সরবে ফুলে' ফুট হইতে যখন ('চাপড়ে ফুটে') আসে সেই তাত রস কি মধুর কি উপাদান। একটু বড় পুরে 'ডৱ' \* কি সুন্দর খাদ্য।

কলা এত সারিবান খাদ্য যে ইংলণ্ডের সমস্ত জায়গায় ঠেলা গাড়ী ঝরে ফেরি করে নিয়ে রেড়ায়, জাহাজে করে বোরাই হয়ে আসে, ইংলণ্ড কলায় কলায় ছেয়ে যায়। আনাবস অঙ্গে ১০ । ১৫ টাকা করে বিক্রী হত। 'ইট-হাউসে' তেরী করতে হ'ত। এখন ওয়েস্ট-ইন্ডিজ থেকে জাহাজে করে আসে— এসব এমন উপাদান খাদ্য যে বিদেশ থেকে জাহাজ ভরে এমে ধনী ইংরেজ খায়। আর আমাদের ঘরের কানাতে দুই বাড়ী কলাগাছ করে তাহা আমরা খাইতে পারি না। ইহাকে যি খাদ্যের অভাব বলে, না চেষ্টার অভাব বলে?

তোমরা নিজের চেষ্টায় শিক্ষা করার উদ্দহণ চারিদিক হইতে গ্রহণ কর এবং ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া মানুষ হও। আমাদের দেশে না জন্মে এমন জিনিস নাই। যাদের চায়া 'বল' তারা যেটুকু তৈয়ার করে দেয় তার উপর আর এক পয়সা যোগ কেটে করে না। তোমরা কেবল 'খাওয়ার খাসি'।

আমেরিকায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তাতে অনেকগুৰি ছেলে পড়ে। তারা কিন্তু পুরের নিতান্ত গুণগ্রহ হয়ে পড়ে না। যারা গীরী তারা শ্রীঘোর ছুটিতে রেঞ্জওয়ে স্টেশনে মুটের কাজ, হোটেলে খানসামার কাজ, বাইচির কাজ করে' পয়সা রোজগার করে, আবার শীতকালে কলেজে পড়ে। সেখানে দৈহিক পরিশ্রমে জাত যাই না। শ্রমের মর্যাদা সেখানে পুরাপুরি। কেহ দৈহিক পরিশ্রমের জন্য টিক্কারী দিলে সে অসভ্য আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ill-mannered, ill-bred বলে তাকে নির্যাতিত হইতে হয়। যে

সর্বোচ্চপদ প্রেসিডেন্টের আসন দখল করতে পারে। তারা বলে পরিষ্কারই উন্নতির মূল—“উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমণ্ডিলক্ষ্মী, দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি”। এই পুরুষকালোনির আদর এক সময়ে ভাবতেও ছিল। কর্ণের উন্নত তাত্ত্বিক প্রতিপাদন করে। পুরুষকার দেখিয়াই পুরুষের বিচার দেখা কঠুণ্ড।

একজন মানুষের ঘরে জন্মিলেই প্রকৃত মানুষ হয় না, অধিকাংশেই গাছগাঁথ হয়। কলিকাতার একজন সর্বপ্রধান ধৰ্মী প্রতিপাদ্য খানেক উপাধিকারী, তাঁর নাম আমি কর্বো

না— তাঁর সঙ্গে দেখা ইল এক শান্ত-বাসিন্দে, তাঁকে অভিবাদন করে বললাম—“আজ শান্ত-বাসরে দেখা, কিন্তু আপনার শান্ত প্রভাস না করিয়া আমি জল খাই না।” তাঁর নিকট থেকে দেশের কাজে কোন সাড়ই পাই নাই; কিন্তু বাজপুরুষের ডাক দিলেই ৩০ ।৪০ হাজার টাকা দান করতে তিনি বিন্দুমাত্র কুঠিত হন না। এই ত বড় মানুষের ছেলে। আর এ যে এই নদীর ওপারে আগড়ঘাটার ডাক বাদলায় বেহারা ছিল—মেহের বেহারা—তার আজন্ম সঞ্চিত অর্থ ৪ হাজার টাকা দান করে তার থেকে তোমাদের পড়াচ্ছে—সমাজের হিসাবে সে অতি ছেট লোক! তোমরাই বল কে প্রকৃত বড়?

\* আগুর খানের ১৯২৭ সালে তাঁর গ্রামের বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে এই ভাষণ দিয়েছিলেন। আজও তার প্রয়োজন অনুভব থাকে ভাষণটি পুনর্মুদ্দিত হল। বানান ও অবিকৃত রাখা হল।

—সম্পাদন

*With Best Compliments From :-*



**NICCO TELELINK**

*With Best Compliments From :-*

**MODERN DEALERS**

*Authorised Dealer in :*  
**BPL, SONY, Whirlpool, ELECTRONIX,  
 Webel / Nicco, Allwyn  
 SEN & PANDIT**

Bongoor Road, Chakdaha  
 Nadia-741222  
 STD - 03473



## কলেজ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা : কিছু প্রশ্ন

অনীক চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

**ক**লেজে উচ্চমাধ্যমিক পঠনপাঠন কর্তৃ যুক্তিসঙ্গত,—  
এই বিতর্ক এখন সমাজের বিভিন্ন স্তরে যথেষ্ট শুরুত্ব  
পাচ্ছে। দু একটি শিক্ষা সংগঠন কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক  
শাস্ত্রীয় সরিয়ে নেবার দাবী জানিয়েছে। অনেক ছাত্র-  
ছাত্রী শিক্ষক অভিভাবক মনে করতেন যে কলেজগুলিতে  
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অবহেলিত হচ্ছে এবং এই কারণে  
কলেজে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা না রাখাটাই বাধ্যনীয়। এই  
খিতকৃটি, যে কোন শুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক বিতর্কের  
গতই, কখনই বিচ্ছিন্ন একটি বিষয় নয়; এর সাথে অন্যান্য  
অনেক প্রশ্ন অঙ্গসূত্রাবে জড়িত। এই প্রশ্নগুলি ছাত্রছাত্রীদের  
উচ্চশিক্ষার সুযোগ, কলেজে পঠনপাঠনের মান,  
অধ্যাপকদের মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতা এবং  
অধ্যাপনার উৎকর্ষতার সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমান নিবন্ধে এই  
শুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক ও তার সাথে যুক্ত অন্যান্য বিষয়গুলির  
গুরু আলোকপাত্রের সামান্য প্রয়াস রাখল।

নিবন্ধের শুরুতে একথা জানিয়ে রাখা প্রয়োজন  
যে এই নিবন্ধকারের মতে কলেজগুলিকে উচ্চমাধ্যমিক  
পঠন-পাঠনের দায়ভার থেকে যুক্ত করা উচিত। — কেন?  
কলেজে শিক্ষার মান, ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকদের  
উৎকর্ষতার স্থাথেই এটা করা প্রয়োজন। অর্মবর্দ্ধমান  
ছাত্রছাত্রীর ভিড় এবং মাধ্যমিকে পাশের তুলনায়  
উচ্চমাধ্যমিকে আসন সংখ্যার অপ্রতুলতা(?)র (কিছু  
নামজাদা স্কুল-কলেজে ভর্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা এই আপেক্ষিক  
প্রতিকূলতা সৃষ্টির কারণ) প্রক্ষিতে এইজাতীয় অভিমত  
পাঠ শিক্ষা ও সমাজ চেতনার দ্রোতক হিসেবে প্রতিফলিত  
নাও হতে পারে, তবে বাস্তব পরিহিতির উপরুক্ত বিচারে  
কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবার আশ প্রয়োজনীয়তা দেখা  
দিয়েছে।

একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণে যাওয়া যাক। সহকর্মীদের

শিক্ষাদানে অপীরণতা? রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াই, তাই উদাহরণটা  
এই বিষয় থেকেই দেবার মাঝে রয়েছে আমার যদিও  
সমস্যাটি সকল বিষয়ের (discipline) শিক্ষকদেরই নিয়ত  
সমস্যা। ধৰা যাক ভূতীয় বর্ষ সাম্মানিক ক্লাশে কোন  
অধ্যাপক সম্মতভাবে জানপ্রশাসনের কোন দুর্বল বিষয়  
পড়িয়ে এলেন। ঠিক তার পর যত্নতেই একাদশ শ্রেণীতে  
তাঁকে পড়াতে যেতে হবে সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্য  
এবং তার অববাহিত পরেই দ্বিতীয় বর্ষ সাম্মানিক ক্লাশে  
আঙ্গোজ্ঞাতিক সম্পর্কের দুর্বেশ্য কোন তত্ত্ব। কেমন থাকবে  
সেই অধ্যাপকের মাসিমিতা? কিন্তু যাপারটা যদি উল্টো  
হয়? সাম্মানিক ক্লাশগুলিতে উচ্চতর বিষয়গুলি পড়িয়ে  
একদম আবকারো নমনে পড়াতে যেতে হবে  
সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য বা নাগরিকতার সংজ্ঞা?  
মানসিকভাবে কর্তৃ প্রস্তুত থাকতে পারবেন অধ্যাপক?  
কর্তৃ থাকা সম্ভব? একজন মানবের কাছ থেকে এটা  
বৈচিত্র্যপূর্ণ নমনীয়তা আসা করা যায় কি? সেটা কি  
বিজ্ঞানসম্মত? এর ফলে কোন ক্লাশের প্রতিটি কি যথেষ্ট  
সুবিচার করতে পারেন অধ্যাপক? এর চূড়ান্ত পরিণতি কি  
অধ্যাপকের হতাশা বা বিস্ময় এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত  
শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বাস্তুত হওয়া, নয়? যে সব  
কলেজগুলিতে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম রয়েছে সেখানে যে  
যাপারটি আরও দুর্বল তা সহজেই অনুমেয়। এরকম  
অবস্থায় পঠনপাঠনের মান যে উন্নত থাকতে পারে না  
অবস্থায় পঠনপাঠনের মান যে উন্নত থাকতে পারে না  
শিক্ষাদান বা  
শিক্ষাপ্রযুক্তি কখনই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলতে পারে না।  
একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকেরও মানসিক ক্ষেত্র যদি শিক্ষাদানের  
জন্য প্রস্তুত না থাকে তবে তার পক্ষে উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রদান  
অসম্ভব। উপরে বর্ণিত অবস্থাব্যবস্থায় থায় প্রতিটি কলেজের  
বাস্তবচিত্র তখন উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠতায় কিন্তু বেশ পৌছেন  
একজন শিক্ষক? এরকম অবস্থায় শিক্ষক ও ছাত্রের

অভিভাবকদের আনেকের সাথে কথা বলে দেখেছি যে তাঁরা উচ্চমাধ্যমিক পড়ানোর জন্য ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতেই দেশী আগাই। তাঁদের ধারণা, স্কুলগুলিতে যত্নের সাথে এবং শখানের সাথে উচ্চমাধ্যমিক ক্লাশে পড়ান শিক্ষকেরা। যাত্রাম থাকতেই পারে, তবে অভিভাবকদের অধিকাংশের অভিহাত ছেলে মেয়েদের স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পড়ার সম্পর্কে (এ-প্রসঙ্গে আমার একটি সমীক্ষা তথ্যসহ পরে কোন পৃষ্ঠায় প্রয়োগে প্রকাশের ইচ্ছা রইল)।

কলেজে উচ্চমাধ্যমিক পঠন পাঠনের ফলে কলেজের সামাজিক শিক্ষার মান আরও নানাবিধি কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রম কলেজগুলিতে থারের ছেলে' (son of the soil) তৈরী করে দেয়। এখানে শেণীতে যে ভর্তি হল সেই 'ঘরের ছেলে' উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় যত কম নম্বর পেয়েই পাশ করতে না পেল, কলেজে তার জন্য একটি অসন সংবর্ষিত রাখবার আঞ্চলিক প্রয়োগ বর্তমানে সমস্ত কলেজের ছাত্র-বাস্তিগুলি একটি অন্যতম প্রধান কর্মসূচী। উচ্চ নম্বর পেয়ে কলেজে 'ঘাইরের ছেলে'রা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনাপ্তি। এর ফলে ভর্তির সময় (বিশেষ করে স্নাতক পর্যায়ে) ধূশাশৰ্মিক সমস্যা, ছাত্র অসন্তোষ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে ঘৃণাক্ষেত্র ডার্শনি আজ একটি সামাজিক সমস্যা হয়ে উঠেছে। সাধারণে ক্লাশগুলিতে সমস্ত না হলে পাস ক্লাশ গুলিতে বাণিজ্য থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা প্রায় সমস্ত ছাত্রাশাখারে জাপানী করে দিতে সক্রিয় উদ্যোগ নেয় ছাত্র ইউনিয়নগুলি। এগুলি কলেজ পাস ক্লাশগুলিতে (এবং সামাজিক ক্লাশগুলিতেও) অসন সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পায় কলেজে শিক্ষক রাম প্রতি নিম্নগামী হতে থাকে। ছাত্ররাজনীতিও নানাবিধি দ্রোণিনী কার্যকলাপ এবং স্বজনপোষণের দ্বারা আচ্ছাদিত হতে থাকে। এরকম অবস্থা কলেজের সামগ্রিক

পঠনপাঠন এবং ছাত্রসমাজের পক্ষে আদৌ কাম্য নয়। দীর্ঘদিন ছাত্র-বাস্তিগুলির সংস্পর্শে থার্মার সুবাদে জানি স্বজনপোষণ বা বিধিবিহীন কার্যকলাপ কখনই ছাত্র-বাস্তিগুলির পক্ষে শুভ হতে পারে না। কলেজ গুলিকে উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রম থেকে অব্যাহতি দিলে কলেজে ছাত্রবর্তি সমস্যার একটা সুস্থ সমাধানসূত্র পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

এইসব চিক্কাভাবনার প্রক্ষিতে মনে হয় কলেজগুলিকে উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রমের ভাব থেকে অব্যাহতি দেওয়াই যুক্তিসংজ্ঞ। সুধৈর কথা, বর্তমানে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন। কলেজগুলিতে তিনবছরের পাস কোর্স চালু হলে কলেজের পরিকাঠামোগত এবং অধ্যাপকদের মানসিক ও শারীরিক চাপ আরও বাঢ়বে। সেই অবস্থায় উচ্চমাধ্যমিক পঠন পাঠন কলেজগুলিতে যে আরও অবাঙ্গিত হয়ে পড়বে যে বিষয়ে খুব বেশী সন্দেহের অবকাশ নেই। সৃত্বাং অদৃ ভবিষ্যতেই কলেজগুলি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রম সরিয়ে নিতে পারলে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক অভিভাবক সকলেই উপকৃত হবেন। তবে তারও আগে প্রয়োজন বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ও প্রসার। উচ্চমাধ্যমিক উচ্চশিক্ষার প্রবেশদ্বার। সেই প্রবেশদ্বার থেকে আমরা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ফিরিয়ে দিতে পারি না। তাই শিক্ষাকর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, সমস্ত উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলে উচ্চমাধ্যমিক পড়ানোর বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক, পাশাপাশি কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থার ব্যপক প্রসার সাধনে উদ্যোগ প্রস্তুত, এবং কলেজগুলি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রম অপসারণের ব্যবস্থা করা হোক। শিক্ষার স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে এই পদক্ষেপ নেওয়া বর্তমানে একান্ত প্রয়োজন।



# প্রাক বিশ্বশতকে নদীয়ার বিদ্যমাজ, সাহিত্যসাধনা ও শিক্ষাপ্রচেষ্টা

নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

**প**্রাচীন নদীয়ার সাহিত্যসাধনা ও শিক্ষাচর্চা বলতে আমাদের প্রথমেই মনে আসে নবদ্বীপের কথা। সে যুগে জ্ঞানে, গবিমায়, পান্তিতে, শান্ত্রচার্য নবদ্বীপ এবং তার পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চল সত্যাই বাংলা তথ্য ভারতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট নামের অধিকারী ছিল। সংস্কৃতচার্য প্রথমেই মিথিলা তারপরই পরই নবদ্বীপ এবং পরবর্তীকালে সেই সূত্রধরে ভট্টপাড়া এবং বেলপুরুর নাম উল্লেখনীয়। এর কিছু পরে অর্থাৎ দুই-আড়াইশো বছর পরে বিদ্যাচার্য বিশিষ্ট স্থান লাভ করে ক্ষমতন্ত্র। নদীয়ার সাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে ভঙ্গি, প্রেম ও হাস্যরসের অধিক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “শুচিশূভ্র নক্ষত্র পুঁজি”। প্রেম-ভঙ্গির উৎস শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর পার্যদগণ এবং পরবর্তীকালে বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কবিবলভ শাবধাচার্য, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শিবানন্দ সেন, মাধব ঘোষ, জগদানন্দ, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, হরিবলভ দাস প্রমুখ দ্বিষয়ের কবি ও পদকর্তৃগণের প্রেমধর্ম সাধনা এবং বৌদ্ধ দীঘা, বৌদ্ধাঙ্গোত্ত্ব ও চর্যাপদ নদীয়ার সাহিত্য সাধনা ও শিক্ষাচার্চার অঙ্গনে প্রধান সাহায্যকারী আর এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মঙ্গলকান্ত, গীতিকাব্য সংস্কৃতের অনুবাদসাহিত্য। ধ্যালসেনের আগে নবদ্বীপে দুইজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের নাম শুকের তর্কবাণীশ এবং ব্যায়াপ্তি শিরোমণি। বলালসেনের সময় শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চার উন্নতি শুরু হলেও এর চরম উক্তক্ষেত্রে হয় লক্ষণ সেনের সময়। তাঁর বাজসভা সর্বদ প্রিয়েষ্ঠ জয়দেব ধোয়ী, হলায়ুধ ইত্যাদি পণ্ডিতবর্গের দ্বারা পূর্ণ যাকৃত। এইদের লেখা শ্রেষ্ঠ কাব্য যেমন জয়দেবের ‘শীতলগোবিন্দ’, ধোয়ীর ‘পবনদ্রু’, হলায়ুধের ‘ব্রাহ্মণসর্বস্ব’; ধীরাংসুসর্বস্ব ইত্যাদি। লক্ষণসেনের পর প্রায় তিনিশতাব্দিক অসমের তুরীয় ও সুলতানি নরপতিগণ বাংলা শাসন করতেন। তদুদৰে সময়ও তাঁরা মিথিলী ব্রজবুলি, সংস্কৃত, ফার্সী এবং ধার্মিক ভাষায় বিদ্যাচার্চার উৎসাহ দিতেন। গৌড়েশ্বরের

ঘরে আজও সমানভাবে আদৃত।

এবার চৈতন্য সমসাময়িক ও পরবর্তী সময়ের নদীয়ার সাহিত্য চর্চার কথা। এই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন বাসুদেব সার্বভৌম ও তাঁর দুই শিয় কণাদ ও রঘুনাথ শিরোমণি। বাসুদেব ও রঘুনাথ মিথিলার ন্যায়ের গবেষণার ক্ষেত্রে নবদ্বীপকে নায়াশাস্ত্রের বন্যায় প্লাবিত করেন। ১৫৬০ সাল জাগীর বাসুদেব চৈতন্যের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁর শিখ্য প্রহরণ করেন। রঘুনাথ-পুত্র রামভদ্র সার্বভৌম, ও তৎপুত্র মথুরানাথ তর্কবাণীশ এবং তাঁর ছাত্র ভবানীদ সিদ্ধান্তবাণীশ এবং হরিরাম তর্কবাণীশ, জগদীশ তর্কালংকার, গদাধর উত্তোচার্যা প্রমুখ সারস্বতবর্গ নদীয়ার সাহিত্য সাধনা অনেকাংশে পুষ্ট করেন। বিদ্যমাধব ও শ্রীমদ্বাগুরত্তের শ্রীকান্ত দেবগ্রামের বিশ্বনাথ চক্রবর্তী দেবগ্রামের বিশ্বাত পণ্ডিত ছিলেন। এই সময় থেকেই সংস্কৃতের সাথে সাথে রাখলা ভাষারও শ্রী বৃদ্ধি হতে থাকে। এর প্রধান কাব্য সাধারণ মানুষের কথ্যভাষার প্রযোজন। শ্রী চৈতন্যের সহজ দ্বিষয়ের ধর্মের প্রভাব, এবং সুলতানি শাসকগণের সংস্কৃত সমষ্টি অঙ্গীয়।

এদিকে ধীরে ধীরে সুলতানি ও নবাবি শাসকদের প্রকোপ করতে থাকলে ইংরেজ শাসন কায়েম হতে লাগল। এই সময়ে (১৭১৫-১৮৫৮) ক্ষয়ক্ষেত্রে নদীয়ারাজ স্বনামধন্য, বিদ্যোৎসাহী শ্রী বৃষ্ণিচন্দ্ৰ রায় দিঙ্গাসনে আসীন।

পাল সেন ও শ্রীচৈতন্য এবং ছসেন শাহের পরবর্তী সময়ে নদীয়ার বাংলাভাষা ও সাহিত্যের যতটুকু উন্নতি হয়েছে তার প্রায় বেশীরভাগটাই গোর দাবি করতে পারেন ক্ষয়ক্ষেত্রের মহারাজা শ্রী কঠচন্দ্র। তবে একথা ঠিক যে সুলতানি শাসনাধীন নদীয়ার খাঁচা বাঙ্গালীকৃতি ছিলেন ফুলিয়ার ‘রামায়ণ’ কাব্যকথি কৃতিবাস। রাজা ছসেন সাহের আনুকূল্যে করি প্রারম্ভের ও শ্রীকর নন্দী কর্তৃক ‘বাজারসাহেব’, প্রস্তুত কাব্যসমূহের প্রচলন কর্তৃক ‘সমাজিক্য’ সংস্কারণ

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বাল্মীকি তথা নদীয়া ন সহিতো  
নথকসে প্রদিত হচ্ছে। তিনি চিন্তিত সামাজিক ও ইচ্ছা  
করেছিলেন। ঔপি আশামুক্ত পদ্ধতি এবং রাজনৈতিক, কৃষ্ণনগর বাল্মীকি  
কৃষ্ণনগর বাল্মীকি পদ্ধতি এবং রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং  
প্রভৃতি জ্ঞানী শৈলী পদ্ধতিতের দ্বারা সম্ভবিত থাকছে।  
তাঁর নথবাট্টের অঙ্গ রাজ ছিলেন বায়ওগাকর স্বরাজচন্দ্র।  
তাঁর সর্বশেষ বোঝাপাইক কাব্য ‘বিদ্যাসুন্দর’ হল আর  
একটি আনন্দমুখী সম্পর্ক ‘আনন্দমন্দল’। তিনি সম্মত, ফুরসী,  
বাংলা, পারস্যাদা ও বিদ্যৌ ভাষায় জ্ঞান লাই করেন। তিনি  
গতানুগতিক্রমে সহজে সাহিত্যে অনন্দন বাতাস প্রবাহিত  
করেন। শৈক্ষণ্যমাত্র বাল্মীকি, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা কবি  
বায়ওগাকরের আনন্দমন্দল গান বাড়কচন্দ্রের মণিমালার মত  
খেয়েন সাম্রাজ্যে উপস্থিতি করেন কারকীর্য। অধ্যাপক  
সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেন “Raja Krishnachandra  
was exceedingly fond of lunate in one thing he had  
Bharat Chandra, the greatest poet of Bengal  
মহারাজ শিবজ্ঞানের সময় প্রধান বৈয়াগীক রাম নারায়ণ  
তর্কপদ্ধতিমন্ত্রে শিখা রামনাথ তর্কপদ্ধতি, শিবনাথ  
বিদ্যাবাচস্পতি, কাশীনাথ চূড়াসনি প্রস্তাবনার মাধ্যম  
তর্কসীকাত, বৈয়াপুরের দেবীপ্রসম ধৃতিরত্ন, মৃত্যুঞ্জয়  
শৃঙ্গিকান্ত, পুরোহিত তর্কবন্ধ, যদুনাথ সার্বভৌম ভাজন  
ঘাটের ধূমগুম্বজ গোষ্ঠী এবং এর পূর্ববর্তী সময়ে মহারাজ  
কৃষ্ণচন্দ্রের আর ধৈর্যেকটি সভাসদ যেখন রামগোপাল  
নায়ালংঘণাথ, শৈলেশ্বর পঞ্চানন ও রামরত্ন বিদ্যানিধি  
উল্লেখ। রাজা শিবজ্ঞানের সভাসদ ছিলেন কৃষ্ণকান্ত  
বিদ্যাবাচস্পতি, পাত্র ভজনাথ বিদ্যাবন্ত, পূর্ববন্ধু নিবাসী  
মহারাজহোম ধূমায় পুরুষনাথ ন্যায়পঞ্জানন, রাজীবলোচন  
বিদ্যাসাগর, গোকুলানন্দ বিদ্যানিধির পুত্র কর্তৃক চন্দ্ৰ  
আজোয়, নদীয়াশাখার বংশাবলী জিখিয়া ছিলেন। এরা  
ছাড়াও দোষীগুলিকালে নদীয়ার বিভিন্ন প্রায়ে আনেক  
খ্যাতিমান পদ্ধতি ব্যক্তি স্থীয় জ্ঞানের ওজুলো চারপাশ  
উজ্জ্বল পথে পোঁখতেন।

শিশুদের ধীরে ধীরে আধুনিক শিক্ষার সূচনার  
সাথেসাথে নদীয়ার বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে বেশ কিছু কাজ,  
মাধ্যমিক ও এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন হতে লাগলো।  
বিদ্যাসাগর, যেখন সাতেব ও নিবেদিনার পক্ষে স্বীকৃত

স্থায়াত্ম বিষ্ণুর, বেনপুরুর, সোনডিদী, কৃষ্ণনগরে  
বেকেটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বঙ্গোন কৃষ্ণনগর বাস্তীয়  
বহুবিদ্যালয় ২৮শে নভেম্বর ১৮৯৬ (মতান্তরে ১৮৯৫  
গড়ে র্তা) স্থাপিত হয়। ১৮৩৪ থেকে ১৮৯৭ এর মধ্যে  
নদীয়ার ১৭টি মাধ্যমিক, ২৫০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০  
টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কৃষ্ণনগরে একটি ও  
রানায়াটে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হয়। এইভাবে  
প্রাচীন শিক্ষাবাবস্থার সাথে আধুনিক শিক্ষার একটা অপূর্ব  
মেলবনানের মাধ্যমে নদীয়ার বিদ্যার্চা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ  
করতে লাগল। Sir Roper Lethuridge লিখেছিলেন “  
In those days Krishnagar was the chief city in  
Bengal and the principal seat of learning and  
civilisation” প্রাক বিংশতিক নদীয়ার বাংলাভাষার  
সহিত সাধনায় যাদের অবদান সব থেকে বেশি তাঁর  
হজেন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত থথম দেনিব: “অভাকরের”  
সম্পদক বসসাহিতিক কঁচড়াপাড়ার দুশ্রে ওপু, বিলগ্রামের  
মদনমেহন ও কীলংবার, নীলদৱণখান দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয়  
কুমার দন্ত কুমারখালির বেশ কয়েকখনি গ্রন্থপ্রণেতা জলধর  
সেন, শাস্তিগ্রের জয়গোপাল গোষ্ঠী, কৃষ্ণনগর কলেজের  
প্রাক্তন ছাত্র বীজ্ঞানাথ ঠাকুরের সেহস্ত্র বাংলার বিজ্ঞান  
বিদ্যায়ে বহু গ্রন্থপ্রণেতা জগদানন্দ রায়, ইংরাজী-বাংলা-  
উর্বুভাষার অভিধার প্রণেতা মামজোয়ান গ্রামের শ্যামাচরণ  
সরকার, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্ৰ,  
‘রাইটমানিবি’ খ্যাত কৃকেমল গোষ্ঠী, পনের-ফোলখানি  
উপনাম ও কয়েকটি টীকাভাষ্য প্রণেতা দামোদর  
মুখোপাধ্যায়, মবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবিবন্ধু  
মতিলাল রায়, কয়েকটি হোমিওপ্যাত্তক প্রণেতা দেবেন্দ্রনাথ রায়,  
‘বাংলা ব্যাকরণ’ প্রণেতা কৃষ্ণনগরের লোহারাম শিগুরান্ত,  
'মালতীমাধু' প্রণেতা রানায়াটের কাশীনাথ মুখে র্যায়।  
আইসমানিশামের বিদ্যাসাগরের দৌত্ত্ব সুরেশ চন্দ্ৰ  
সহজপতি, কুমারখালির বিদ্যাত সন্দৰ্ভ সাহিত্যিক শিবচন্দ্ৰ  
বিদ্যার্ব চ্যাডাসার সুরেন্দ্রমোহন ডেট্টার্জার্ব, হিন্দু পেট্রিয়েট ও  
ইন্সিয়ান ঘিরের খ্যাত মনিমোহন ধোয়, বর্ধদীর লজমোহন  
বিদ্যানিধি, ‘নবদ্বীপ মহিমা’ লেখক কান্তিকচন্দ্ৰ বাড়ী,  
জাতীয়জ্ঞাগরণের কবি, নাট্যকার, সঙ্গীতকার, হাস্যরসাত্ত্বিক

শিলাদহের প্রকৃতির কবি পুরানের বাঁচনাথ বাংলা ভাষা  
ও সাহিত্যে এক নবদিগন্ত উৎসাহন করেন। তার চেই  
নদীয়াতে ও এসেছিল। চলিত ভাষার প্রধান দেন ‘ধীরবল’  
ছস্মামে প্রমথ চৌধুরী, ঘৌন্দমামাতুন বাগটী, হেরষ্মৈশ্ব্র।

শাস্তিপুরের কবি করণানিধনের কবিতায় ছিল প্রাণের  
আবেগ, বিদ্রোহী কবি নজরলের ‘কাঙারী ইশিয়ার’  
ক্ষমনগরেই লেখা। কৃষ্ণয়াবাসী মীর মোসারাই হোসেনের  
‘বিয়াদ সিন্ধু’ এক অনবদ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস। ভালুকুর  
নিরূপমা দেবী ছিলেন সুলেখিকা। সাধককবি দিলীপ কুমার  
রায়, চারণকবি পিলাল চট্টপাখায়, রাজশেখের বসু,  
‘নদীয়াকাহিনী’-খাত রানায়াটের কমুনাথ মল্লিক, যশোরের  
নবীন সেন, বাগাঁচড়ার তার কনাথ গঙ্গোপাধায় প্রমুখ  
বাক্তিগণের ঐকাস্তিক প্রচেষ্টায় ও নিষ্ঠায় বাংলা সাহিত্যের  
ধারা তাবাহত। এরা ছাড়াও নদীয়ার বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে  
আকবিংশশতকে বহু সুপ্রভত ও সুলেখক ভাষাতত্ত্ববিদ,  
মংস্কৃত ও বাংলা এবং ইংরেজী সাহিত্য-সাধনায় ও  
শিক্ষাচার্য সাহিত্যিক ফলফুলে পুষ্ট করেছেন। সকলের  
নাম এবং সাহিত্যকর্মের কথা এই সামান্য নিবন্ধে উল্লেখ

করা না গেও তাদের প্রতি এই লেখকের শান্তা-ভদ্রি  
এতেটুকুও ক্ষম নেই। এই অনিছাকৃত ক্রটি আপারগতার  
জন্য সংশ্লিষ্ট বাস্তিবর্ণেও কাছে এবং সুধী পাঠকবুন্দের  
কাছে আগে থেকেই কমা চেয়ে রাখছি।

এতেও পেলো আকবিংশশতকের নদীয়ার সাহিত্য-  
সাধনা ও শিক্ষাচার্য রুপ। এনপদ বর্তমান পর্যন্ত নদীয়ার  
ধর্মকৃত বিদ্যার্থিশিষ্ট ক্ষমতা লেখক-লেখিকা, কবি ও  
নাজিকার সাহিত্য একমিশ্ন ক্ষেত্রে বাংলাসাহিত্যের সেবা করে  
নদীয়ার খুশোঞ্জল করে চলেছেন। সুযোগমত তাঁদের প্রতি  
শুন্দা জ্ঞানের ইচ্ছা রয়েলো।

প্রাচীন ক্ষমতা মল্লিক লিখিত মোহিত রায়  
সম্পাদিত, ‘নদীয়া কাহিনী’, স্বাধীনতার রজতজয়স্তুতে  
থকাশিত ‘নদীয়া’-র ইতিহাস, ‘চতুন্যভাগবত’, কর্তৃক  
চন্দ্র বাটীর, ‘মনদীপ মহিমা’, ক্ষমনগর মহারাজগণের  
ইতিহাস ইত্যাদি।

## একটি রাজহাসের মৃত্যু

দিলীপ কুমার চৰকৰ্তী

প্রকৃত অধ্যাপক

শাস্তি হৃদের জলে জীবনের সব সুখ নিয়ে  
কলকষ্টে মুখরিত আনন্দের বাণি,  
পথবীর সব হাসি বাদামী চক্ষুতে,  
ডানাকটা পরীদের দেশ থেকে  
পেঁজা তুলো পারেছে পাখায়।  
শ্রীবায় শূটচ আশা,  
বৈদুর্যমণির মত চোখ ঝলে  
জীবনের মুখর ভাষায়।

প্রশাস্তি হৃদের জল উদ্বেগিত একদিন,  
সভ্যতার রাজহাস ময়ুর পঞ্জী থেরে  
ধেয়ে এল সুন্দর যাধীন।  
পাখি ভাবে পত্রমারে মুখরিত দমাণি,  
নৃপুর নিরন্মে নাচে আনন্দের চেউ,

# তিনদিনের কথা

২ ৮-৩০ শে মডেস্টোর ১৯১৬, এই তিনদিন ধরে নদীয়া জেলার গৰি, বৰ্ষ প্ৰতি অতিথ্যমন্তিত কৃষ্ণনগৰ সৱকাৰি মহাবিদ্যালয়ের ১৫০ তম বৰ্ষপূৰ্ণ উৎসবের সূচনা হলো এক স্বপ্ন ছাত্রীন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে।

মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয় মাননীয় রাজ্যপাল কে.ভি. রম্বুনাথ মেজিডেল উপাচ্ছিতির মধ্যে দিয়ে। সূচনাপৰ্বে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পৰিবেশিত হয় বেদ গান।

প্ৰথমদিন অৰ্থাৎ ২৮শে নভেম্বৰ বিকেল থেকে শুক হয় আৰু ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পৰিবেশিত হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠিত হয় নটক “কেয়াকুশ” ও জনপ্ৰিয় বাংলা গানের অনুষ্ঠান। “এই শতাব্দীৰ নিৰিখে”।

দ্বিতীয়দিন ঘৰ্তমান ছাত্র-ছাত্রীৰা পৰিবেশন কৰে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান, দুটি নটক—“শেষ দৃশ্যে পৌছে” ও “ধূম নেই”, একটি সঙ্গীত-নৃত্যানুষ্ঠান—“এই মাটি, এই আৰাপুৰণ, এই গান”, একক কৃত্তক নৃত্য, বৰী-নৃ সঙ্গীত সহযোগে নৃত্য। দৃশ্যে হয় আলোচনাচক্ৰ, অংশ নেন অনিল বিশ্বাস, ধীমল মুখোপাধ্যায়, অমিয় মজুমদাৰ, সুদিন চট্টোপাধ্যায় ও আমদন মোহন বিশ্বাস।

তৃতীয়দিন অৰ্থাৎ শেষদিন অনুষ্ঠিত হয় আনন্দন, ঘৰ্তমান এবং বহিৱাগত শিল্পীৰ সমন্বয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্ৰথমেই নদীয়া ডিস্ট্ৰিক্ট বড়ি বিস্তীৰ্ণ এক ঘোৱাশালচাৰ আসেসিয়েশানের এবং ঘূৰ্ণি বিশ্বাস

ব্যায়ামাগারেৰ পৰিচালনায় জিমন্যাস্টিক এবং যোগ প্ৰদশনী। পৰে দুৰ্বা চাটোঞ্জীৰ পল্লীগীতি, এবং সান্যালেৰ আধুনিক গান, শুভিনাটক ‘প্ৰস্তাৱ’। দু বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন মন্ত্ৰী শ্ৰী বৰুৱাপোধ্যায়, তুলসী দাস ভট্টাচাৰ্য প্ৰমুখ।

এই তিনদিনের সাংস্কৃতিক সন্ধাৱ পৰিবেশন পৰিচালন কৰে এই মহাবিদ্যালয়ের ১৫০ তম বৰ্ষ উৎসব কমিটিৰ সাংস্কৃতিক উপবিভাগ। এই অনুষ্ঠান পৰিচালনা কৰতে গিয়ে আমৰা যাদেৱ অনবদ্য সহযোগ পেয়েছি তাৰা হলেন শ্ৰদ্ধেয় গোৱাঁও মণ্ডল, সন্দীপ্তি বনাগ, তুহিন দস্ত, নানক চট্টোপাধ্যায়, চন্দন সান্যাল, দীপ দস্ত ও অৰ্চনা হালদাৱ।

এই তিনদিনের অনুষ্ঠান থাকুন এবং বৰ্তমান আধ্যাত্মিক, আধ্যাত্মিক সকলেৰ মহায়িননেৰ দিনশুভ্ৰে শুভিৰ মণিকোঠায় গাঁথা থাকবে কোহিনুৰ হীৱেৰ ঔষ্ঠ নিয়ে।

শিক্ষা জন্ম দেয় সংস্কৃতিৰ, সেই সংস্কৃতিৰ মৰিয়ে পৰিচয় হয় সেই জাতিৰ। আজ এই শিক্ষাপ্ৰতিষ্ঠাৰ্থৰ সাৰ্ধশতবৰ্ষে উপনীত হয়ে পৰিচয় দিতে চায় তাৰ সংস্কৃতিৰ।

কৃষ্ণনগৰ সৱকাৰি মহাবিদ্যালয়  
১৫০ তম বৰ্ষপূৰ্ণ উৎসব কমিটি

সাংস্কৃতিক উপবিভাগেৰ

অৰ্পণ মে



# Memoirs

Sri Purna Ch. Bagchi

I passed the Matriculation Examination from Nabadwip Bakultala High School in 1927. I then got myself admitted to Krishnagar College the only one of her kind between Calcutta and Berhampore Colleges were indeed few and far between. Mr. Egerton Smith, I.E.S., was the Principal. The 1st year Arts class had several smaller units for ensuring better coaching facilities, and the Principal himself had the charge of one of which I was fortunate enough to be one. One or two incidents of the class will not be out of place here. One day he was having a class of English Composition and gave us to write the substance of Goldsmith's noted poem— "The Village School Master". One of us wrote — "He was a strict disciplinarian". The Supremo went to the blackboard with a piece of chalk (no chalk pencil was in use then) and a piece of napkin of rough texture as duster. He underlined, syllable by syllable separately, and advised "Don't use such big words". This was from a thoroughbred Englishman — an I.E.S. and was Veteran (1914-'18).



We had the rare distinction of studying Macbeth with four professors—Messrs B. Ray, S.S. Kahali, Apurba Chandra and Joy Kr. Banerjee — all stalwarts of English literature. I remember Dr. Chandra — a widower, transferred from the Dacca College and was later the 1st President of the WB

we were only about 25 heads in the B.A class. The big Hall vibrated with his loud but distinct pronunciations, while he strolled on the high platform on which the Prof's chair and table were. We all remained spell-bound, I remember.

Awkward moments were galore in the class, but the professors tackled the situations with tact and ingenuous diplomacy. We had enough of lighter moments in the class; they have left indelible marks in us. I can well remember some of them even now, after the lapse of 70 years.

I remember — Mr. Rupchand Dafadar was in-charge of Games and Sports of the College in those days. Each of us was called to mention two games at the time of admission and the boys had to play the games regularly on the college grounds (of which there were two — the smaller one was where the Rabindra Bhavan now stands). The Principal Mr. Egerton Smith — a goal-keeper of no mean reputation — also joined the games along with the boys and other members of the staff. We had many happy hours out in the play ground every afternoon. Everything was taken in sporting strides, by the boys and the teachers. Sir Smarajit Banerjee (1928 - '32) may well remember some of the happy episodes.

I am now at the far end of my long life. When I look back to those hallowed

# 75TH ANNIVERSARY CELEBRATION COMMITTEE

## President

Dr. Pradip Kumar Mazumdar

## Vice President

Sri S.M. Baduruddin

Prof. Pannalal Sarkar

Prof. Tapas Modak

Sri Shibdas Bhattacharya

Sri Samir Sinha Ray

Dr. Basudev Mandal

## Jt. Secretary

Dr. Subhashis Dutta

Sri. Binay Bhushan Chattopadhyay.

## Asst. Secretary

Prof. Anik Chattopadhyay.

Sri Ashis Dey

Sri Partha Mukherjee

Sri Nitish Sanyal

## Treasurer

Sri Prabhat Sen

## Members of Preparatory Committee

Prof. S.B. Bhatterjee

Prof. P. Sarkar

Prof. P. Ray

Prof. B. Ganguly

Prof. A. Pandit

Sri Binoy Chatterjee

Sri Geeta Pandey

Sri Tapas Ray

Sri Asit Chakraborty

Sri Swapan Bagchi

Sri Shubh Shankar Sinha

Sri Probrita Sarkar

Sri N.C. Pal

Sri Shubnath Chakraborty

Sri Briendra Kr. Roy

Sri Nitish Sanyal

Sri Malay Ray

Sri Debjit Moitra

Sri Kasikantha Moitra

Sri Kamal Guha

Sri Aloke Acharya

Sri Naravan Sanyal

Prof. T. Modak

Prof. Anik Chattopadhyay

Prof. S. R. Saha

Prof. S. Islam

Dr. Dipak Ray

Sri Samirendu Nath Singha

Sm. Suprava Chatterjee

Sri Partha Mukherjee

Sri Ananta Banerjee

Sri Basudev Mondal

Sri Indranil Sarkar

Sri P.K. Sen

Sri A. Dey

Sri Shubnath Chakraborty

Sri Saktipada Ray

Sri Rajesh Datta

Sri Shovan Kumar Modak

Sri Jaganath Majumdar

Sri Suvojit Banerjee

Sri Anandomohan Biswas

Dr. Abiraj Mukherjee

Prokhat Sen

M. C. Pal

J. K. Das

Nilish Sanyal

Khagendra Dutta

Ramen Mukherjee

Rabindra Nath Saha

Treasurer, Convener

Publication & Publicity (Press) Sub-Committee

Jt. Convener

S. Emanul Haque

Narayan Ch. Mukherjee

Bijoy Dey

Raghbir Narayan Dey

Malay Ray

Chayan Chatterjee

Amit Dey

Izzam Shaikh

Cultural Sub-Committee

Convenor

Sri Gora Chand Mondal

Sri. Sh. Subhalakshmi Pandey

Sri Jitlin Dutta

Sri Dipankar Das

Sri Arhab Ghosh

Sri Chandrani Mazumder

Sri Nirmal Sanyal

Sri Archana Sarkar

Sri Subhadra Chatterjee

Sri Bhiladas Bhattacharya

Sri Jayannath Banerjee

Refreshment Sub-Committee

Sri Hital Chatterjee

Sri Biswarup Laha

Sri Shovan Kr. Modak

Sri M. M. Maji

Sri Nalipada Ray

Sri Milganka Kabiraj

Reception Sub-Committee

Convener

Sri Gourapatni Bhattacherjee

Sri Abhendra Kr. Roy

Sri Ananda Kr. Mondal

Sri Jitajit Kr. Biswas

Sri Kinkali Das

Sri Manjana Ghosh

Sri Alek Shymal



*Symposion & Seminar & Exhibition Sub-Committee*

Sri Chinmoy Bhattacherjee  
Dr. Probir Mukherjee  
Smt. Mita Dey  
Manjulika Sarkar

Dr. Kunal Sen,  
Pijus Tarafdar  
Sri Kamana Saha  
Dr. Dipak Roy

Jt. Convener

*Games & Sports Sub-Committee*

Jt. Convener

Sri Prafulla Sarkar  
Sri Haru Das  
Sri Tusu Chowdhuri  
Sri Debasish Khan  
Sri Samar Basak

Sri Surajit Moitra  
Sri Subrata Das  
Sri Bablu Gonne

*Decoration Sub-Committee*

Asis Dey

Sri J. K. Sengupta  
Smt. Manjulika Sarkar

*Co-ordination Sub-Committee*

All members of Teaching Staff  
All members of Non-Teaching Staff  
Sri Sandeep Guha,

*Volunteers Sub-Committee*

Prof. Prafulla Sarkar  
Sri Subhash Parui

Sri Indranil Sarkar  
Sri Sunil Kr. Das

*Accommodation Sub-Committee*

Sri. Amitava Halder

Sri Shibnath Chakraborty

Sri Sukumar Halder  
Sri Pritim chowdhury

*Co-operation*

Prof. A. Sen, Prof. S. Nag, Prof. D. K. Basu, Prof. T. K. Mukherjee, Prof. S. K. Patra, Prof. N. Ach.  
Prof. A. Ach, Prof. N. Chakraborty, Prof. K. P. Ghosh, Prof. T. K. Pal, Prof. S. Dasgupta, Prof.  
Mukherjee, Prof. S. Sen, Prof. S. K. Chakraborty, Prof. S. K. Barman, Prof. M. R. Majumder, Prof.  
Saha, Prof. S. Jana, Prof. S. Chatterjee, Prof. J. A. Tarader, Prof. B. Nandi, Prof. T. Khan, Prof. P.  
Prof. A. P. Bhattacharya, Prof. D. Sarkar, Prof. K. Som, Prof. P. Roy, Prof. G. Sengupta, Prof. G. Chatta.  
Prof. A. Bhattacharya, Prof. A. K. Ray, Prof. C. Bhattacharya, Prof. S. Sengupta, Prof. B. Ganguli,  
Sk. A. Gani, Prof. A. Shyamal, Prof. P. K. Mukherjee, Prof. J. Dutta, Prof. B. Chakraborty.

## ( DONOR LIST )

**Rs. 5000.00**

Nisith Banerjee

**Rs. 3000.00**

A S A Enterprise

**Rs. 1000.00**

Anil Biswas, Nrisinha Biswas, Haripriya Scientific Concern, Gautam Pal, Tarama Hotel

**Rs. 700.00**

Scientific Labortary Supply

**Rs. 500.00-Rs. 690.00**

Himanshu Ranjan Das, Adhip Ch. Chaoudhury, Pritam Pal, Gobinda Ch. Garai,

**Rs. 300.00**

Sri Anil Biswas,

**Rs. 201.00-Rs. 250.00**

Dr. Tarunjit Datta Roy Sri S. K. Majathia & Smt. J. Majathia, Shyamal Bikash Bhattacharya, Benoy Kr. Poddar, Pannalal Sarkar, Smt. Gita Biswas, Sri T. D. Bhattacharya, Sri S. M. Badaruddin, Smt. Geeta Pandey, Sri Rabindrahanth Saha, Sri B. Saha, Sri A. Saha, Sri G. Mitra, Sri Dibbandhu Garai

**Rs. 100.00-Rs. 150.00**

Islam, Subhasis Dutta, Subha Lakshmi Pandey, Kamal Kr. Som, Dipak Kr. Sarkar, Gorachand Mandal, Tarun Mukherjee, Muktaram Banerjee, Nayan chand Acharya, Simonti Sen, Asoke Sen, SatyaRanjan Saha, Chinmoy Bhattacharya, Basudev Ganguly, Kunal Sen, Mani Maji, M. Mukherjee, Sutapa Dasupta, Tapas Kr. Pal, Sasadhar Jana, Bhanu Nandi, S. K. Mukherjee, Gautam Chatterjee, S. K. Basu, Swapan Kr. Chatterjee, Sanjib Chakraborty, Swapan Kr. Barman, Ashis Basu, Ajit Roy, Prosad Basu, Abdul Gani, Sandipta Nag, Kritya Priya Ghosh, Jyotismoy Bhattacharya, Goutam Sarkar, Tapas Kr. Chakraborty, Prasun Kr. Mukherjee, Smt. Mandira Mukhopadhyaya, Anil Kr. Biswas, Mitab Mukul Sen, Swapan Kr. De, Hari Sankar Das, Swapan Sengupta, Asit Kr. Sarkar, J. N. Dutta, M. Das, Prabir Banerjee, Anuradha Chatterjee, Anil Kr. Roy, Anu Chakraborty, Akulananda Bandopadhyaya, Binoy Bh. Chatterjee, Shyamal Bhowmick, Gautam Singha, Vijay Modak, Purnima Poddar, Nikhil Sarma, Prodyot Goswami, S. Ghosh, Rama Prasad Pathak, Bijan K. Biswas, Biswarup Mukherjee, S. Banerjee, Mahua Banerjee, Swapna Sarkar, Suresh N. Bairagya, Asit Baran Aich, Saswati Moitra, Ashis Pandit, Manas Majumder, S. K. Chakraborty, P. Sarkar, Siddhartha Sen, A. P. Bhattacharya, N Chakraborty, G. Sengupta, Kshiti Halder, Nabendu Sarkar, Nisith Banerjee, Asit Banerjee, Shib Sarkar Sinha, Ananda Mohan Tarafder, Dr. D. Datta, Smt. Debi Mukherjee, Ananda Bag, Manju B. Mandal, Sisir Das, Indrani Sen, Pulak Goswami, Bibha Chakraborty, Bimal Krishna Biswas, P. K. Palchowdhury, Amit Palchowdhury, S. Saha, J. Saha, D. Sarkar, Smt. Aparna Bhattacharyya, Pratap Mitra,

Radhamadhab Saha, Nirmal Bhattacharya, N. Saha, Nela Ch. Jana, Sisir Mitra, Chandra Sekhar Debnath, Sunil Kr. Lahiri, Misar Kr. Pramanick Dipak Biswas, Santosh Biswas, Santu Roy, Mallrayee Chanda, Lilyomes, Swapan Kr. Bagchi Jaya Bagchi, Sourav Sinha, Bhulaneth Mukherjee, Ionotosh Chakraborty, Ramendranath Mukherjee, Ranendranath Mukherjee, Idyapati Mukherjee, Geeta Banerjee, Prabir Kr. Basu, Uday Bhattacharya, Bhabatosh Bose, Ashis Talapatra, Ashok Kr. Biswas, Jayanti Kr. Pandey, Bhakta Das Mukherjee, Bani Dey, Jaya Biswas, Parul Ghosh, Sunil Jndu, Archana Ghosh, Dilip Guha, Marjana Ghosh, Malay Singha Ray, Raghbir Ray, Jayanti Banerjee, Mohanlal Mukherjee, Manju Sarkar, Sumit Bag, Narayan Mukherjee, K. K. Dautta, Sandipt Ganguly, Rajkumar Sinha, Dipankar Das, S. Saha, Provat Ranjan Mandal, Chandan Mandal, Sandip Ganguly, Sampad Narayan, Narendu Das, K. K. Dautta, Dipankar Das, K. Saha, S. Signha Roy, D. P. Banerjee, K. Bhattacharya, Anjan Sakar, P. Goswami, D. P. Das, P. Sengupta, Smriti Bandopadhyaya, Pranabesh Kr. Mahanta, Atta Ranjan Chakraborty, Prasanta Biswas, Ch. Chatterjee, Sunil Ghosh, Kanika Das, Sumitra Mukherjee, Ambuj Mallick, Sudalal Banerjee, Jagabandhu, Bharati Ray, Ram Ranjan Maitra, Mrinal Kanti Das, Pralima Banerjee, Uttama Bagchi, Gita Chakraborty, Mahua Chakraborty, Ran Roy, Reba Sengupta, Deb Prasanna Tak, Shubnath Halder, Chhaya Sinha, Ajit Jena, Bani Manjari Das, Sunil Baran Das, Shubhra Chatterjee, S. K. Ghosh, Choudhuri, Lilamoy Mukherjee, D. C. Mukherjee, Asitananda Roy, Asit Kr. Das,

Parimal Pal, Shovabrata Roy, D. Dutta, Bijoy Pramanick, Asoke Chakraborty, Jayasree Das, Subhasis Mukherjee, Smarajit Bandopadhyay, Jayanta Choudhuri, Asoke Choudhuri, Nirmal Sanyal, Ramendranath Sarkar, Madhusudan Bhattacharjee, P. Chatterjee, Samendranath Ghosh, Pijush Tarafder, Goutam Halder, Nrisingha Prasad Chatterjee, P. Chandra Dhar, Shyam Sundar Das, Anita Sarkar & Ajanta Bagchi, Hena Chatterjee, Swarup Chatterjee, P. Chatterjee, D. Pal Chowdhri, Swapan Kr. Mishra, Subhadra Chatterjee, Nanak Chatterjee, M. M. Bhattacharya, S. Mukherjee, Joydeb Mandal, Priti Bhutan Acharya & Mira Acharya, Rita Dey, Tarit Kr. Dutta, Haru Kr. Das, P. K. Goswami, N.K. Nath, T. K. Goswami, Kakli Das, M. Das, S. Sen, Kanai Lal Mukherjee, Anil Sakar, Surajit Moitra, Mihir Bhattacharya, Rabindranath Kar, Amulya Ch. Das, Sibdas Bhattacharyya, Dipak Kr. Saha, T. K. Lahiri, Sruti Lahiri, Rekha Lahiri, Chandra Sekhar, P. Chandra Bagchi, M. Dasgupta, P. K. Sen, H. R. Das, P. Sanyal, K. Mandal, Tanmoy Bhattacharyya, D. N. Sarkar, N.K. Sarkar, D. Gupta, Jyotiprakash Roy, Manasi Das, Mukul Sanyal, Swapna Bhowmick, B. Saha, B. Pal, S. Saha, Michel Das, Swapan Chatterjee, P. Saha, R. Biswas, K. Sarkar, T. Sanyal, R. Datta, R. Chatterjee, B. Biswas, M. Sarkar, M. Dey, K. Pramanick, M. Saha, R. Sarkar, B. Ghosh, R. M. Sinha, S. Biswas, K. Saha, Kamala Saha, P.K. Saha, Sibnath Kundu, S. Chakraborty, H. Sharma, Latika Mitra, Sumit Moitra, J. Pal, T. K. Ghosh, Dhira di, Indrani Banerjee, B. Sarkar, D. K. Chatterjee, Biraj Ranjan Chowdhury, M. K. Debnath, Minakshi Garai, P. K. Modak, Asit Majumder, Amarendra Majumder, Lakhsmi Rani Datta, Asoke Majumder, Pravash Majumder, Rupa Majumder, C. Sanyal, P. Bhowmick, D. Banerjee.

নদীয়া জেলার সাম্পর্ক ও শহর

সাল	মোট	পুরুষ	মহিলা
১৯০১	১২.০৮	১২.৮৩	১.৮৭
১৯১১	১১.৭২	১০.৫৫	২.৮৫
১৯২১	১৩.৫৪	১২.৩৫	১.৩১
১৯৩১	১২.৮৯	১১.৮৫	১.৯৪
১৯৪১	২০.৩২	১০.২৪	৯.৮৩
১৯৫১	১৫.৩১	৮.১৬	১২.২৩
১৯৬১	২৭.২৫	১৫.৯৮	১৮.২৪
১৯৭১	৩১.৩১	১৯.২৮	১২.৯২
১৯৮১	৩৬.৮	১৩.৭	২৯.৮
১৯৯১	৪২.৫	২০.১	৮৮.৮

### SCHOOL IN NADIA DISTRICT ESTABLISHED IN THE 19TH CENTURY

Name and address of the school	Year of establishment	Year of becoming High school
1. St. John's C.M.S. School, Krishnanagar	1834	1901
2. Hat Chapra King Edward School, Vill & P.S. Chapra	1841	1948
3. Krishnanagar Collegiate School, Krishnanagar	1846	1846
4. Lakhuria High School, Vill. & P.S. Kaliganj	1848	1950
5. Krishnanagar A.V. High School, Krishnanagar	1849	1863
6. Ranaghat Pal Chowdhury High School, Ranaghat	1853	N.A.
7. Shantipur Municipal High School, Shantipur	1856	1861
8. Muragachha High School, Vill. Muragachha, P.S. Nakasipara	1864	1869
9. Majdia Railbazar High School, Vill. Majdia, P.S. Krishnanagar	1868	1891
10. Parasundari Girls' High School, Navadvip	1870	1950
11. Sutragarh N.M. High School, Shantipur	1872	1901
12. Navadvip Hindu School, Navadvip	1873	N.A.
13. Sudhakarpur High School, Vill. Kasiadanga, P.S. Nakasipara	1886	1888

4.	Navadwip Bakultala High School, Navadwip		1875	1924
5.	Belpukur High School, vill. Belpukur, P.S. Krishnanagar		1895	1895
6.	Shantipur Oriental Academy, Shantipur		1896	1902
7.	The Palashi High School, Vill. Palashi, P.S. Karimpur		1897	1942
8.	Jamserpur B.N. High School, Vill. Jamserpur, P.S. Karimpur		1899	1900
9.	Shikarpur High School, Vill Baruipara, P.S. Karimpur		1900	1916
10.	Kutipara Rural High School, Vill. Patharghat, P.S. Tehatta		1900	1944
	Aranghat High School, Vill. Aranghat P.S. Ranaghat		1900	1948.

**TABLE 1**  
**Normals and Extremes of Rainfall in Nadia District**

No. of years of data	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Annual rainfall (mm.)	year** (year** (1942))	Highest annual rainfall as % of normal &	Lowest annual rainfall as % of normal &	Heaviest rainfall in 24 hours	
																	Date	
Ranaghat 50	a 12.7	b 27.2	30.0	70.4	140.5	224.8	253.2	276.1	208.3	87.1	13.7	3.5	1347.6	177	61	254.0	1900 Sep. 20	
Khudia 50	a 12.5	b 27.4	39.9	67.3	159.0	161.4	286.4	271.0	196.6	122.7	25.9	3.6	1473.6	156	68	293.9	1900 Sep. 20	
Khudia 50	a 12.5	b 27.4	39.9	67.3	159.0	161.4	286.4	271.0	196.6	122.7	25.9	3.6	1473.6	156	68	293.9	1900 Sep. 20	
Khudia 43	a 9.1	b 18.0	26.7	48.5	99.3	196.6	207.8	242.3	153.2	89.1	17.5	2.3	1110.4	179	52	279	1956 Sep. 26	
Khudia 43	a 9.1	b 18.0	26.7	48.5	99.3	196.6	207.8	242.3	153.2	89.1	17.5	2.3	1110.4	179	52	279	1956 Sep. 26	
Nadia	a 11.4	b 24.2	32.2	62.1	132.9	227.6	249.1	263.1	186.0	99.6	19.0	3.2	1310.4	149	65			
Nadia	a 11.4	b 24.2	32.2	62.1	132.9	227.6	249.1	263.1	186.0	99.6	19.0	3.2	1310.4	149	65			

Normal rainfall in mm (b) Average number of rainy days (Days with rain of 2.5 mm. or more)

based on all available data up to 1996

Years given in brackets.

‘আমরা যে বিদেশি ডিপ্তির জন্য বাস্ত হই সেটাও আমাদের

দাম মানোভাবে ফল। মাঝমধ্যে কিছিকি

## COLLEGES OF NADIA

Krishnanagar Government College is not only the oldest college in the district but one of the older institutions of its kind in West Bengal. On the 1st October 1845, the Governor General in Council took the decision to establish the college in Krishnanagar, which was finally opened on the 1st January 1846 with D.L. Richardson as the Principal. Ramtanu Lahiri and Pandit Madanmohan Tarkalankar were engaged in teaching at the College from the very first year. Government appointed a Local Committee to manage the affairs of the College. But in June 1856, the control of the College was transferred from the Local Committee to the council of Education of the Government in Calcutta. In 1856, the College went into the new buildings which still stand in Krishnanagar. In 1857, when the University of Calcutta came into existence, the College got affiliated to it as an institution empowered to conduct classes for the First Examination in Arts (later called Intermediate in Arts) and the Bachelor of Arts examinations. In 1871, B.A. degrees were abolished by Sir George Campbell, the then Lieutenant Governor of Bengal. In 1875, however, Sir Richard Temple, on the petition of the chief inhabitants of the district, consented to restore the College of the former status, provided that a considerable share of the increased cost was subscribed by the community. This was done and the College started the classes again.

From around 1896-97 to around 1920-21, Krishnanagar Government College conducted classes in Law and Pleadership for students preparing themselves for the Bachelor of Law and Pleadership certificate examinations.

In 1908-09, the University of Calcutta extended its affiliation to the College to conduct classes for students preparing for Intermediate in Science and Bachelor of Science examinations of the University. The College is at present affiliated to the University of Calcutta for conducting classes for students preparing for the B.A. and B.Sc. examinations of the University. Teaching up to the Honours standards in English, Sanskrit, History, Economics, Political Science, Philosophy and Bengali among Arts subjects and Zoology, Botany, Geography, Physics, Chemistry and Mathematics among the Science subjects is provided at the college.

This College stands on an enclosed compound of over 34 acres and is spread over three main buildings. The bigger building, constructed in 1856, is used for classes and discharging administrative functions and the smaller building

For a long time this College had remained the only College of general education in the district, till the establishment of the College in Shantipur.

**SHANTIPUR COLLEGE** was established in 1947 and got its first affiliation to University of Calcutta in 1948-49 for conducting Intermediate in Arts and Intermediate in Science classes. The College became an institution under Dispersal scheme of the Government of West Bengal in 1950-51 and later became a privately managed Government Sponsored College. The College got affiliated to the University of Calcutta in 1955-56 for conducting B.A. and B.Sc. classes and in 1965-66 for appearing at the B.A. (Honours), B.Sc. (Honours) and B.Com. (Honours) examinations. The College is situated on a campus comprising about 16.6 acres of land. It has its own building equipped with laboratories and library.

**NAWDWIP VIDYASAGAR COLLEGE** in Navadwip town was established in March 1942 as a branch of Vidyasagar College, Calcutta and had no independent status as an institution till 1948. In 1948, it got its own Governing Body and got affiliated to the University of Calcutta for conducting Intermediate in Arts and Intermediate in Science classes. A morning section meant exclusively for girls students came into existence in 1952-53 and got affiliated to the University for conducting I.A. and I.Sc. classes. In 1956-57, the University accorded affiliation to the day department, empowering it to prepare students for the Bachelor of Commerce examination. The College provides Honours courses in Arts, Science and Commerce.

**RANAGHAT COLLEGE** in Ranaghata town was established in 1950 under the Dispersal scheme and as such later came to be regarded as a privately managed Government Sponsored College. It got affiliated to the University of Calcutta in the same year for conducting I.A. and I.Sc. classes. In 1957-58, affiliation was extended to enable it to prepare students for B.A., in 1961-62 for B.Sc. and in 1969-70 for B.Com examinations.

**SRIKRISHNA COLLEGE**, Bagula was originally situated in Ramdia in Faridpur district, having been established there in 1942-43. It shifted to Bagula in Nadia after the partition and began functioning from its new site in July 1950. It got affiliated to the University of Calcutta in 1952 with powers to prepare pupils for the Intermediate in Arts examination. Subsequently, in 1958-59, it got affiliated to the University for conducting B.A. classes and in 1962-63, it was permitted to prepare students for the B.Com examination.

**KRISHNANAGAR GIRLS' COLLEGE** in Krishnanagar town was established in 1958-59 and was affiliated to the University of Calcutta the same year for Pre-

College to prepare students for the Pre-University Science and B.Sc. examinations.

**SUDHIRANJAN LAHIRI MAHAVIDYALAYA** in Majdia was established in 1966 and was affiliated to the University of Calcutta for Pre-University Arts and B.A. courses the same year. B.Com (Pass) courses was introduced in 1969-70.

**KARIMPUR PANNADEVI COLLEGE** in Karimpur came into existence in 1968-69 and was affiliated to the University of Calcutta for P.U. (Arts) and B.A. courses in same year. B.Com (Pass) course was introduced in 1969-70.

**KRISHNANAGAR COLLEGE OF COMMERCE** in Krishnanagar town came into being and was affiliated to the University of Calcutta In 1968-69 for preparing students for the P.U. (Arts) and B.Com (Pass) examinations of the University.

**BETHUDAHARI COLLEGE** in Bethudahari was established in 1986.

**CHAKDA COLLEGE** in Chakda was established in 1986.

**HARINGHATA COLLEGE** in Haringhata was established in 1986.

**D. R. AMBEDKER COLLEGE** in Betai was established in 1973.

আমাদের দেশে শিক্ষাদাতার একটা প্রকাণ্ড মাঝি এই যে,  
আগে ইংরেজি ভাষা শিখে তারপর তান্ত্য সব শিক্ষা করতে  
হয়। ইংরেজি শিখিতে কি সময় নষ্ট! কি পরিশ্রম! কোন  
ইংরেজকে ঘদি বলা হয় যে তোমাকে আগে জামান শিখে  
তারপর সেই ভাষার মারফত অপর যা কিছু শিখতে হবে,  
তবে সে ত্রি কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে ভাববে। অথচ এই  
বিষম অস্বাভাবিক শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশে দেখে আসছে।  
বাংলা ভাষায় সব শেখা যায়।

আচার্য প্রফেসর চন্দ্র রায়

**সরচেমো বেশি স্নাতকোত্তর পড়ে উভয় প্রদেশের ছেলে-মেয়েরা**

রাজ্য	ছাত্র				ছাত্রী			
	এম এ	এমএস সি	এম কম	*	এম এ	এম এস সি	এম কম	
উত্তর প্রদেশ	৪৬৯৫৪	১১৯০৪	৮৬৯৩	*	২১৩৫৭	৩৬০৭	৩০০	
মহারাষ্ট্র	২৬৩৭৬	৯৫৮২	১৫১৮৯	*	১১৮৯৪	৪৩৮৬	৪৮৩৬	
অঙ্গী	৫২২২	৩৮৭১	২৪৪২	*	২০৭৪	১৪৪২	৩৯৩	
কেরালা	১৯৭০	১২৯৩	৬৭১	*	২৩৮১	২১৯০	৫৪৬	
পশ্চিমবঙ্গ	৫১২৫	২৬১২	২১৪৫	*	৫৬৪২	১৩০২	২০৫	

**পশ্চিমবঙ্গে বি এ অনার্সে এগিয়ে ছাত্রীরা**

রাজ্য	ছাত্র				ছাত্রী			
	বি এ	বি এস সি	বি কম	*	বি এ	বি এস সি	বি কম	
অঙ্গী	৫৩৫৬৮	৩৯২০৭	৫২৫৯৮	*	২৬৭৪৯	৫৮৪৪২	১৯৬৬৪	
কেরালা	১৯৫১২	১৮৬৫৭	৭৭১৪	*	২৪৭৮৯	৪০৬৯৫	৫৮১৯	
উত্তর প্রদেশ	১৮৩০৮১	৫৪৫৬৪	৩৭৯৮৯	*	৬৯৮৪১	১৩১৪৮	১৬৯২	
পশ্চিমবঙ্গ	৬০০৯৩	৪৮২০৩	৬২৯১৫	*	৯২২০৮	২৩২০৬	৬৭১২	

**কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে কত ছাত্র পড়ে**

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়		বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়	
শিক্ষক	৪৪৫	এম এ	৪৮২
এম এ	৩১৯০	এম কম	৭৫
এম কম	২৪১১	এম এস সি	৭৫
এম এস সি	১৫৩৫	মোট	৭৫৯

**RESULT OF SOME COLLEGES**

Name of the College	Teacher/Students Ratio	pass in B.A 1990-92 %
---------------------	------------------------	--------------------------

		Hons	Pas.
1. Presidency College	4.3	92%	NA
2. Lady Brabourne College	11.00	88%	NA
3. Loreto College	19.0	96%	100%
4. Maulana Azad College	19.0	96%	100%
5. St. Xaviers College	43.0	97%	88%
6. Desh Bandhu Girls College	31.8	100%	69%
7. R. K. Mission College	oo	oo	oo

### কোন বিশ্ববিদ্যালয় কত পায়

	পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে (লাখে)		পরিকল্পনাখাতে	
	১৯৯২-৯৩	১৩-১৪	১৯৯২-৯৩	১৩-১৪
১. কলকাতা	২১০৩.৯০	২৪৮১.০০	—	৭১.০০
২. খাদ্যবিপুর	১৪৯৭.৫১	১৭২৩.৩৩	৩৭.৭৫	৭৫.৩০
৩. বর্ধমান	৭৯৩.৬০	৯৪৭.৩৮	১২.৩৮	৬.০০
৪. কল্যাণী	৫৭৭.৭৭	৬৬০.৩৯	২.৩০	৬.০০
৫. বিদ্যাসাগর	১৪৮.৭১	১৩৯.৬৫	৭২.০০	১৫.০০
৬. বি. টি. কলেজ	৩৭৫.৯৭	৩৫৭.৬৪	৩৫.৭৮	১৪.৮১

### কোন ধরনের কলেজ কত শতাংশ সরকারি সাহায্য পায়

১. সাধারণ ডিপ্রি কলেজ	৮৭.৭৫%
২. আইইন কলেজ	১.১৪%
৩. আর্ট ও মিউজিক কলেজ	১.১৪%
৪. ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনিক্যাল কলেজ	১.৪২%
৫. বি এড ও বিটি কলেজ	৮.৫৫%
মোট	১০০%

### সারণী ২ : ১৯৯৪-৯৫ সালে খাতাদেশ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা (উৎসঃ ব্যালেন্স পরিসংখ্যান ১৯৯৫)।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা
বেসরকারী শাস্ত্রীয় স্কুল	৯,০৩৫	১,০৯,৫২১	৩৭,৮২,৯৮৮
সরকারী স্কুল	৩১৭	৭,২৩৯	২,১৭,৭১৫
বেসরকারী কলেজ	ইন্টা : ৪৫৩ ডিপ্রি : ৩৯২ মোট : ৮৪৫	৭,৩৬১ ১২,১০৪ ১৯,৭৬৫	১,৫৭,৫৯৬ ৮,৯৮,৭৫২ ৬,৫৬,৩৪৮
সরকারী কলেজ	ইন্টা : ১১ ডিপ্রি : ২১৯ মোট : ২৩০	১৮৮ ৮,১৫৮ ৮,৭৪৬	৭,৪২৭ ৮,৬৩,৬৪১ ৮,৭১,০৬৮



## UNIVERSITY GRANTS COMMISSION MEETING OF STATE EDUCATION SECRETARIES AND DIRECTORS OF HIGHER EDUCATION, 1996

Item No. 9 : To receive a note on the Scheme of Autonomous college.

When the system of affiliating colleges to a university was designed, the number of colleges and Universities was very small and the Universities could easily oversee the working of colleges. In the affiliating system the Universities act as examining bodies and award degrees on behalf of the colleges and take all the decisions regarding the changes in the educational system and curricula to be implemented by the affiliated colleges. Since the affiliating Universities have to prescribe identical curriculum, teaching systems and examination systems for all its affiliated colleges, they tend to keep standards low in order to enable even the weak colleges to attain the standards set by it. Due to this reason, colleges which have the potential to implement academic programme of higher standards do not have the freedom, in the affiliating system, to conduct such courses, or achieving systems or examining systems.

It was, therefore, felt that colleges with high potential should be given academic freedom, such as freedom to undertake innovations, design curricula, evolve methods of teaching and learning, frame own rules for admission, prescribe own courses of study and systems of examinations.

Though the concept of autonomous colleges as in practice in most countries of the world, it was first evolved in India in 1964-66 in the Report of the Education Commission entitled "Education and National Development" under the Chairmanship of D. S. Kothari.

It took enormous time before the concept of autonomous colleges could be put to practice. In 1978, Madras University accorded autonomous status to 8 colleges. Subsequently, over a period of one, another 13 Colleges were added. It was only after the formulation of the National Policy on Education, 1986 a thrust was given for accordin autonomy status to the Colleges. Even though

MEETING :

DATED : 14TH MAY, 1996.

present, there are only 115 autonomous colleges in the country.

Salient features of the scheme of Autonomous Colleges :

- (1) Concurrence of the State Government the parent University, and the UGC is necessary to develop a college as an autonomous institution.
- (2) The College has to prepare itself to take over the role of an autonomous institution. The teachers of the College should enjoy freedom to determine courses of study and syllabi, prescribe rules for admission, subject to reservation policy of the State Government and evolve methods of evaluation, and conduct of examinations. The teachers become a party in the Governance of the College through the following committees which ensure proper management of academic, financial and general administrative affairs:
  - a) Governing Body,
  - b) Academic Council,
  - c) Board of studies,
  - d) Finance Committee
- (3) A fixed number of senior teachers of the college are nominated in rotation, by the Principal, on each of the above mentioned committees.
- (4) Autonomous status has to be continuously earned by the college. The status of autonomy is initially granted for a period of five years and a review is undertaken twice i.e. at the end of the third year by the parent university and at the end of the fifth year by the ugc.
- (5) The college should develop proper mechanism to evaluate its academic performance and improvement in standards.
- (6) The parent university should accept the decisions of the college academic bodies regarding rules of admission, courses of study
- (7)

- (i) The grants paid to an autonomous college by UGC are as follows :
- (ii) Undergraduate level only :
- (iii) Arts/Science/Commerce (on faculty only) Rs. 4.00 lakhs p.a.
- (iv) Arts, Science & Commerce (more than one faculty) Rs. 6.00 lakhs p.a.
- (v) Both undergraduate and postgraduate levels : Rs. 8.00 lakhs p.a.

#### Limitations and difficulties in the implementation of schemes

The implementation of the scheme has been rather slow even though there has been considerable enthusiasm for it in some parts of the country. There are several reasons for this, some of which have been listed below:

- (1) Some states have shown reluctance to accept the scheme and others have been slow in taking the necessary steps, as a result of which the number of autonomous colleges is limited and confined to a few states only.
- (2) In some states, aided colleges, but under private managements are permitted autonomy but not the Government colleges.
- (3) Some teachers have apprehensions regarding certain aspects of the scheme, namely, increased work load of teachers by the management, pressure tactics being used on the teachers by local influential persons to give more marks to undeserving students, etc.
- (4) There are colleges where +2 classes still continue along with the degree classes and it would not be feasible to work with different systems in the same institution—one for classes upto +2 level and the other beyond that. Unless, they are only physically present in one institution but have entirely separate structures and functions with different principals and teachers.
- (5) Efforts made by the colleges to introduce new courses and new subject combinations are not accepted by some of the parent universities on the plea that they do not fit

Policies of certain state Governments require the college to obtain prior permission for academic matters, such as, introduction of a new course or even start a new subject combination at U.G. level. Usual plea taken by the State Government is that mostly such proposals involve additional staff which amounts to financial constraints. In case where there are no financial implications, the college should not have to seek such clearances.

- (6) Frequent transfers of teachers in the case of Government colleges is a major factor to which autonomy in government colleges has not been very successful.
- (7) The acts of certain universities do not have the enabling clause to grant autonomy to the affiliated colleges.
- (8) Designing of curricula, which is to be done by the Boards of studies of different subjects is a highly challenging job and a curriculum will distinguish an autonomous college from the parent university. There are external members on the Board of studies, they hardly attend the meeting to which the entire purpose is lost.
- (9) Some institutions in the country demand students of autonomous colleges to submit an authenticated copy of their degrees so that the equivalence of the degree can be determined. In certain universities students of autonomous colleges are given discount in their marks in admissions to postgraduate departments and are thus put to a disadvantageous position. As a result, parents and guardians withdraw wards from an autonomous college.
- (10) Some institutions in the country demand students of autonomous colleges to submit an authenticated copy of their degrees so that the equivalence of the degree can be determined. In certain universities students of autonomous colleges are given discount in their marks in admissions to postgraduate departments and are thus put to a disadvantageous position. As a result, parents and guardians withdraw wards from an autonomous college.
- (11) The parent university excludes students of autonomous colleges while preparing merit list of students. Due to this reason, students of autonomous college are frustrated because students getting percentage of marks are considered university merit holders while the deemed merit holders of the autonomous college only.
- The State Governments are urged to

১৫০

বিনেগার

রাত্রীয়  
হিন্দুলক  
পৃষ্ঠায়

১৮৪৬-এ শুরু হয়েছিল পথচলা

আজ এই প্রতিষ্ঠান একটি নাম  
দেশে বিদেশে

মানুষ স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতের  
ছাতারাই আমাদের ভবিষ্যৎ  
ভবিষ্যতের লক্ষ্য নিষ্ঠ

অধ্যাপক, শিক্ষাসহায়করণী,  
ক্ষমতাগারিকরা